REGISTERED NO 77. Registered No 77. REGISTERED NO 77.

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৺৶, ডাক মাশুল ১।।০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০।।০, ডাক মাশুল ১।।০ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ। { কলিকাতাঃ—১৩ই পৌষ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং২৭এ ডিসেম্বর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ। } ৪৬ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ,, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সুতিকা, প্রদর মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রকাশের পরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মুল্য ৫॥০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১ টাকা। ব্যারিং বা পেড একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর আম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বারজন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তম্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা এবং সাহেব লোকের পত্র দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ডাকমাশুল বাদে অন্যূন ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পরে।

যে সমস্ত আরোগ্য সমাচার সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে তাহা একত্রে প্রকাশ করিতেগেলে কেবল বাহুল্য মাত্র এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দ্বৌকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগল পুর

অমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশর তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরেগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার কারানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে!

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্ব ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টীর ২দুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র,মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহারা গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎকার ঔষধ জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ আসাম

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা কারইয় ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী নিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর কলিকাতা

আমার পত্নীর সুতিকার পীড়ার জন্য যে অমৃতরস প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীরাজ কুমার ঘোষাল
সীমল। কলিকাতা।

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমার একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়েসময়ে এরূপ অজস্র শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করাইতে ত্রুটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎ-বিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দিন ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুণ দেখিয়া আমার বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমারা মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিযে, মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদাল জেলা বর্দ্ধমান

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জননী ঠাকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি আক্রান্ত পিত্তশূল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতরসের অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলাম অনেক ডাক্তার হাকিমওবৈদ্য দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই অরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীকাঙ্গালী নাজীর
পীলে গ্রাম, জেলা হুগলী

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাইয়া আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এক কালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসূদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠাকুর অতীব কষ্টদায়ক ও প্রাণ-নাশক গ্রহিনীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দেশীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্কান্ন ও গগণসুন্দর প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এবং গ্রহিণী মিহির তৈল প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর রোগের কোন হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সর্ব্ব-শেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঁশডিহা জেলা বালেশ্বর।

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উক্ত ঔষধ একটি সুতিকা পীড়ায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে রোগী উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী হরি দয়াল চৌধুরী
উকড় সাহা জেলা বর্দ্ধমান।

মহাশয়ের মহৌষধি অত্র স্থানে যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করিয়া ছন।

শ্রী লোকনাথ দাস বসু

কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে মহাশয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রী রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী

হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতি পূর্ব্বে ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের অবিষ্কার দেখা যায় নাই। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়াছিলাম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা করি যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রী তাপ চন্দ্র দাস

কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত ব্যাধি, বাকরোধ হইয়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার অমৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে বিবেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাংগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং সেই সমুদয় বটীকারই ফল পাওয়াছি অর্থাৎ সমুদয় রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণীকান্ত রায়

দাসড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য

মলিয়াতা রাজবাটী দুর্গাপুর।

CHOLERA PILL.

I have very great pleasure in informing you that your cholera pills have been a great boon to those infected with cholera. I tried them in 50 cases in all of which they were successful except in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to inform you that during the recent outbreak of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness and were found to be efficacious.

T. B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to the general efficacy of your cholera pills, they having proved superior to all allopathic medicines in cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that your cholera pills were administered in 10 cases with successful results.

D. S. Gholker
S. N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said pills,

Tarinee Prosad
Pleader,
Judge's Court, Bhagulpore

I am much indebted to you for your cholera pills. I have administered them in upwards of 23 cases in which I found it to be most efficacious and I confidently say that they are the best remedy for the epidemic. In fact they have proved to be talisman. Amongst the cases in which I tried your pills only one proved fatal probably on account of the advanced state of the disease.

Anna Gopal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit,

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Rurkee,

My sister who was suffering from chronic Dyspepsia and Dysentry for a long time, has greatly benefited by the use of one phial of your valuable Amritarassa.

Jogendra Chander Bose
Pleader, Ludhiana,

The phial of your Amritarassa that you sent me has perfectly cured me of Dyspepsia and Diarrhœa. I gave a little of it to a Mr Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

OVERSEER WANTED.

Wanted for the service of the District Road Cess Committee of Rungpore a competent Overseer who must be qualified by the P. W. D. standard and have a practical knowlege of brick-making. Salary inclusive of all allowances Rs. 100 per month. Apply, early stating qualifications and furnishing copies of testimonials, to

James Robinson C. E,
Executive Engineer
District Engineer, Rungpore.

N. C. CHATTERJEE'S MIXTURE.

AND OINTMENT.

Per bottle 1-4 } Exclusive of
Ointment 1-4 } Dakh charges for the mofussil.

An invaluable remedy in all cases of chronic fever, malarious fever with spleen and liver complications,

Trial solicited.

Sold at Burra Bazar at No, 1 Doorga Churn Pitorry's lane, at No, 4 Aubhoy Churn Haldar's lane and at the Govt, Brick Fields Akhra,

রুশ তুর্ক যুদ্ধ।

বহুতর বৃহৎ ও ছোট ছবি সম্বলিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যুদ্ধের আরম্ভ অবধি উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ॥০ আটআনা বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ এক টাকা।

শ্রী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট
শ্রী গোকুল চন্দ্র মজুমদার
১৩৫নং দরমাহাটা ষ্ট্রিট
কলিকাতা।

অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ।

হিমসাগর তৈল।

হস্ত পদ জ্বালা নিবারণ ও মস্তিষ্ক শীতল ও সবল করে। মূল্য, ১ ছটাক শিশি ১ টাকা। ২ সপ্তাহ ব্যবহার হইবে। ডাকমাসুল ।৶০ আনা।

স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ।

যথা শাস্ত্র প্রস্তুত। ১৬ পানের ১ কৌটার মূল্য ১ টাকা। ১ ভরি ১২ টাকা। ডাকমাসুল ।০ আনা।

কর্পূরাসব।

ওলাউঠা, রক্তাতিসার, উদরাধ্মান, অজীর্ণ ইত্যাদি উদরাময়ে উপকারী। মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। ডাকমাসুল ।০ আনা।

সর্ব্বজ্বরারি লৌহ।

পুরাতন জ্বর, বিশেষতঃ প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী ২ সপ্তাহ সেবন করিলে পীড়া আরাম না হইলে, রোগের সম্যক বিবরণ লিখিলে বিনা মূল্যে ঔষধ দেওয়া যাইবে। ডাকমাসুল ।০ আনা ১৫ পান যুক্ত কৌটা ॥০ আনা।

প্রাপ্য কলিকাতা বড়বাজার, নৃসিংহ প্রসাদ দত্তের ঔষধালয়ে। পটল ডাঙ্গা মিত্র কোম্পানির দোকানে; ও কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং কে, ডি, বি, এণ্ড কোম্পানির দোকানে। বসুর হাট সবডিবিসন শিবহাটী গ্রামে, হৃদয় নাথ রায় কবিরাজের নিকট। ডাকে ঔষধ লইতে হইলে শবহাটী কবিরাজ মহাশয়কে লিখিলে সর্ব্ব রোগের ব্যবস্থা পত্র সহ ঔষধ পাইবেন।

* * * এই ঔষধগুলি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার দেখা যাইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

স্ক্রাপ আইরন অর্থাৎ হররকমের লৌহার টুকর বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৭৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নিম্ন লিখিত পেটা (রট) ও ঢালা (কাষ্ট) লৌহার টুকরা জিনিস পত্র বিক্রয়ার্থে মোহর করা টেণ্ডার সকল গ্রহণ করিবেন।

আইরন স্ক্রাপ কাষ্ট টার্ণিং ও বোরিংস অর্থাৎ ঢালা লৌহার বিবিধ আকারের ছাঁচ এবং উক্ত লৌহা ছিদ্র করিতে যে গুঁড়া নির্গত হয়—৬টন।

আইরন স্ক্রাপ মিকসড কাষ্ট ও রট অর্থাৎ পেটা ও ঢালা মিশ্রিত লৌহার টুকরা—২ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট মেসিনারি পার্টস অর্থাৎ পেটা লৌহার কলের কতক গুলি টুকরা—৮৫ টন।

পুরাতন ক্রসিংস অর্থাৎ লৌহা চিরিতে যে গুড়া নির্গত হয়—২৮ টন।

পেটা লৌহার টুকরা (গাড়ী ও ওয়াগণের সাজ, টেলিগ্রাফের সরঞ্জম ও ভগ্ন অস্ত্র সকল)—৩৮৬ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট স্কেলিটন হুইলস অর্থাৎ পেটা লৌহার গাড়ীর চাকার বেড়ের ভগ্নাংশ—১৯ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট টার্ণিংস ও বোরিংস অর্থাৎ পেটা লৌহার বিবিধ আকারের ছাঁচ ও উক্ত লৌহা ছিদ্র করিতে যে গুঁড়া নির্গত হয়—১ টন।

রেলের ভগ্নাংশ—৬১১ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট টাইয়ারস অর্থাৎ পেটা লৌহার চাকার বেড়ের ভগ্নাংশ—৫৪৮ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট বইলারস প্লেটস—২৯ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট ক্যারেজ ও ওয়াগন আকসলস অর্থাৎ পেটা লৌহার গাড়ী ও ওয়াগনের ধুরার ভগ্নাংশ ২১০ টন।

আইরন স্ক্রাপ রট আর্থ ওয়াগন আকসলস্ অর্থাৎ পেটা লোহার মাটিকেলা ওয়াগনের ধুরার ভগ্নাংশ—৪৪ টন

আইরন স্ক্রাপ রট কাট পিসেস অর্থাৎ লোহার কর্ত্তিত অংশ সকল—৫০ টন।

ষ্টিল স্ক্রাপ বেয়ারিং ও ভলিউট স্প্রিংস—২২৪ টন।

ষ্টিল স্ক্রাপ ফাইলস অর্থাৎ ইস্পাতের উথার ভগ্নাংশ ১॥০ টন।

উপরে জিনিসের যে পরিমাণ দেওয়া হইল কোম্পানি ঠিক তত জিনিস দিতে বাধ্য নন, তবে আনুমানিক উপরিউক্ত পরিমাণ জিনিস তাহাদের নিকট আছে। এবং কোম্পানি সর্ব্ব উচ্চ কিম্বা কোন রূপ টেণ্ডার গ্রহণ করিতে বাধ্য নন।

প্রত্যেক জিনিসের সমস্ত কি কতক অংশ লইতে হইবে এবং ফি টনের মূল্য কি দিবেন টেণ্ডারদাতাগণ তাহা লিখিবেন এবং হাবড়ায় কোম্পানির যে ষ্টোর ডিপো আছে তথায় ডেলিভারি লইতে হইবে।

যদি কোন টেণ্ডার গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহার সে জিনিসের সমস্ত মূল্যের শত করা টাকা হিসাবে টাকা আমানত করিতে হইবে এবং ঐ আমানতি টাকা কন্ট্রাক্ট সুসিদ্ধ করার বন্ধক স্বরূপ থাকিবে। প্রত্যেক ডেলিভারি শেষ হইয়া গেলে স্বীকৃত হারে উহার সমুদয় মূল্য দিতে হইবে এবং এই রূপে সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। টেণ্ডার গৃহীত হইলে যে তারিখে টেণ্ডার গৃহীত হয় তাহার দুই মাসের মধ্যে সমস্ত জিনিসের ডেলিভারি লইতে হইবে। যিনি না লইবেন তিনি তাহার আমানতি টাকা হারাইবেন এবং যে সকল জিনিসের ডেলিভারি তিনি না লইবেন তাহা কোম্পানি অধিকার করিবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট টেণ্ডার সকল পাঠাইতে হইবে এবং যে মোড়কের ভিতর টেণ্ডার পাঠাইতে হইবে তাহার উপর এই কয়েকটী কথা ছিহ্ন স্বরূপ লিখিতে হইবে "টেণ্ডারস ফর পারচেজ অব আইরন স্ক্রাপ" অর্থাৎ বিবিধ লৌহার টুকরা সকল খরিদ করার টেণ্ডার।

অন্যান্য বিষয় দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী,
এজেণ্ট।
Bradford Leslie,
Agent.

কলিকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭।

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন১২৮৪ সাল, ১৩ই পৌষ, বৃহস্পতিবার।

প্রাকৃতিক নিয়ম।

ইংরাজ জাতির অবস্থার প্রকৃত অবনতি হইয়াছে কিনা তাহা ইংরাজেরা ও ইউরোপের অন্যান্য জাতি জানেন। আশিয়াবাসীরা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষবাসীগণ, শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ইংরাজদের নামে কম্পিত কলেবর হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প কম্পিত হয় না। পূর্ব্বে ইংরাজদের নাম শুনিলে যাহারা গৃহে পলায়ন করিত এখন তাহারা ইংরাজের নামে দেশত্যাগী হয়। যে নিজামের পিতা ইংলিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করা অপমানের বিষয় জ্ঞান করিতেন, তিনি গত বৎসর স্বয়ং দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া কুইন ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী বলিতে শশব্যস্ত হন; যে গাইকোয়াড় এক দিন কাল গবর্ণর জেনারেলের বামে উপবেশন করিতে অপমান বোধ করিতেন, লর্ড নর্থব্রুক এক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন; যে হলকরকে দরবারে অনিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা লালায়িত হন, তিনি এখন ইংলিশ গবর্ণমেন্টকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লালায়িত। তবে ইংরাজেরা যখন নিজে প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করার শক্তি নাই, পূর্ব্বের ন্যায় পদমর্য্যাদা নাই, ইউরোপীয় রাজারা তাঁহাদিগকে একেবারে গ্রাহ্য করেন না, তখন যে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই।

এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের যিনি যে কারণই দিউন, ইহার প্রকৃত কারণ ইউরোপের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ জাতির ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই। ইউরোপের কোন যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে বোধ হয় এরূপ পরিবর্ত্তনের কোন সংস্রব নাই। ইহার প্রকৃত কারণ যিনি অনুসন্ধান করিতে চাহেন তাঁহার ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করা উচিত। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষকে রাক্ষসী বলিয়া বর্ণন করি। আমরা প্রকাশ করি যে ভারত রাক্ষসী আর্য্য জাতি ও মুসলমান জাতিকে ধ্বংশ করিয়াছেন, এবং ইংরাজজাতির যদি কোন রূপ অধোগতি হইয়া থাকে তাহার কারণ ভারত রাক্ষসী, এবং ইংরাজ জাতি এখানে যে সকল অপরিণামদর্শিতা দেখাইয়াছেন ইংলণ্ডের বল ক্ষয় তাহারই অব্যর্থ ফল।

আঘাতের প্রতি ফল যে প্রতিঘাত এ একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আবার বামনে ও অশূরে যুদ্ধ হইলেও অশূরের কিছু না কিছু বল ক্ষয় হয়। কিন্তু বীরাগ্রগণ্য ইরাজদের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতবর্ষবাসীদিগকে নিতান্ত বামন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রীয় জাতি, পিণ্ডারি, জাঠ, শিক প্রভৃতি যদি অকালে বাধা না পাইত এবং বিধাতা যদি ইহাদের প্রতি বিমুখ না হইতেন তাহা হইলে গ্রিক, রোমান ও মুসলমান বিজয়ী সৈন্যেরা এক দিন যেরূপ পৃথিবী বিপর্য্যয় করার উপক্রম করে, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অধীনে ফরাসী সৈন্যেরা যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখায়, ওয়েলিংটনের অধীনে ইংরাজ সৈন্যেরা যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেয়, প্রশিয়ার সৈন্যেরা গত ফ্রাঙ্ক প্রশিয়া যুদ্ধে যেরূপ নিমিষে ফ্রান্সকে ভূতলে নিঃক্ষেপ করে, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশিয় ও তুর্ক সৈন্যেরা যেরূপ অমানুষিক বীরত্ব দেখাইতেছে, ইহারাও পৃথিবীতে ঐ রূপ আপনাদিগের ক্ষমতার পরিচয় দিত। ইংরাজেরা এই অসাধারণ জাতি গুলিকে কলে বলে ও কৌশলে ধ্বংশ করেন। এবং ইংলণ্ডের যদি বল ক্ষয় হইয়া থাকে তবে সে এই কার্য্যের নিমিত্ত।

ইংলিশ গবর্ণমেন্ট কাবুলের আমিরের সঙ্গে মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আজ কয়েক বৎসর হইতে মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া আম্বলায় একটী দরবারের অধিবেশন করেন, এই নিমিত্ত আমিরকে বৎসর বৎসর উৎকোচ প্রদানে সম্মত এই নিমিত্ত আমিরের নানা রূপ আব্দার সহ্য করেন। এই কৌশলে কেবল ইংরাজেরা এদেশে আপনাদের পদ গৌরবের লাঘব করেন নাই, আমির তাঁহাদিগকে এরূপ দুর্ব্বল ও কাপুরুষ ভাবিয়াছেন যে, তিনি তাহার অসভ্য নল নীল গয় গবাক্ষ লইয়া ইংরাজ জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইংরাজদিগের তুর্ক সুলতানের সাহায্যে আমিরের সঙ্গে মিত্রতা সংস্থাপনের যত্ন করিতে হইয়াছে, এবং যে আমিরকে তাঁহারা এক দিন মনে করিলে চূর্ণ করিতে পারিতেন, তাহাকে দুগ্ধ কলা দিয়া পোষণ করিয়া হয় ত তাহা দ্বারা ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট গোলে পড়িতে পারেন, কিন্তু ইংরাজ জাতি রণজীত সিংহের সঙ্গে ধর্ম্মতঃ যে করার করেন তাঁহার মৃত্যুর পর যদি উহা ভঙ্গ না করিতেন, যদি তাঁহারা পঞ্জাব রাজ্য ধ্বংশ করিতে ব্যাকুল না হইতেন, তাহা হইলে আজ আমিরকে তাঁহাদের উপাসনা করিতে হইত না, আফগানিস্থান আজ কাল এরূপ গণ্য মান্য হইতে পারিত না, এবং রুশিয়রা যুগ যুগান্তরেও ভারতবর্ষে প্রবেশ করার চিন্তা করিতে পারিত না। ইংরাজেরা পঞ্জাবের ধ্বংশ করিয়া আমিরের পদ বৃদ্ধি করেন ও আপনাদিগকে দুর্ব্বল করেন, এবং যদি ইংরাজ জাতি দুর্ব্বল হইয়া থাকেন তবে সে এই অপরিণামদর্শিতার নিমিত্ত হইয়াছেন।

জর্ম্মেনী, ইটালি, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি রাজ্যের তাচ্ছিল্য ও শত্রু ভাব দেখিয়া ইংলণ্ড ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু বিধাতা যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করেন, ইংরাজ জাতি যদি সেই ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন তাহা হইলে ইউরোপ কি পৃথিবীর সকল রাজাকে ইংরাজেরা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতেন। সিন্ধিয়া ও নিজামের রাজ্য ইউরোপের অনেক রাজার অপেক্ষা কম নহে, আবার ইংরাজেরা ভারতবর্ষের যে সমুদয় রাজাদিগকে সজীব অবস্থায় প্রাপ্ত হন তাঁহারা এক সূত্রে আবদ্ধ হইলে হয় ত ইউরোপের সমুদয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু ইংরাজেরা এই রাজাদিগকে সপদে রাখিতে সাহস করিলেন না, তাঁহারা ইহাদিগকে কলে বলে ও কৌশলে ক্রমে অকর্ম্মণ্য, নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিলেন। তাঁহাদের এই অপরিণামদর্শিতা দ্বারা তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেন নাই, আপনাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন এবং এখন যে তাঁহাদের এত চিন্তা করিতে হইতেছে তাহার কারণ এই।

ভারতবর্ষ কেবল রত্ন গর্ভা নন, বীর প্রসূতা। ভারতবর্ষে এরূপ কোটি কোটি লোক ছিল যাহারা উপযুক্ত নেতা প্রাপ্ত হইলে যে কোন বিপদ সাগরে সদর্পে ঝম্প প্রদান করিতে পারিত। যে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার উপমা স্থল তাহাদের বাস স্থান বঙ্গদেশেও এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক ছিল। যে বিশ্বনাথ বাবু অরণ্যে পতিত কণ্টক বৃক্ষের সঙ্গে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, তাহার ন্যায় বাঙ্গলায় বিস্তর লোক জন্ম গ্রহণ করে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা নীলকর ও জমিদারের দাঙ্গা দেখিয়াছেন তাহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালিরাও মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিত এবং প্রভুর স্বার্থ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত তাহারা অকাতরে প্রাণ দিত, কিন্তু কঠোর শাসনে রাজ পুরুষেরা দেশীয়দের এই তেজ নির্ব্বাণ করিয়াছেন, যত্ন পূর্ব্বক মানব জাতির উন্নতি হইবার এই মহৎ বীজকণা নষ্ট করিয়াছেন। হয় ত সামান্য এক জন ইংরাজের অভিমান, অহংকার, প্রভুত্ব চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এই রূপ শত শত বীর পুরুষের হৃদয় ভঙ্গ করিয়াছেন। ১০ সহস্র কি ২০ সহস্র ইংরাজের অভিমান, অহংকার, প্রভুত্ব তৃপ্তির নিমিত্ত একটী মহৎ জাতির ধ্বংশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের যদি বল ক্ষয় হইয়া থাকে তবে এই অপরিণামদর্শিতার জন্যে।

—০:০—

ষ্ট্যাম্প আক্ট।

প্রস্তাবিত ষ্ট্যাম্প আইনে ব্যবস্থাপকেরা অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে নিয়ম থাকে যে, ২০ টাকার রসিদে রসিদ-ষ্ট্যাম্প সংযোগ করিতে হইবে। এবার নিয়ম হয় যে ১০ টাকার রসিদেও রসিদ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। কলিকাতার ট্রেডস আসোশিয়েশন সভা ইহার প্রতিবাদ করেন এবং সুংখের বিষয় ব্যবস্থাপকেরা এই পরিবর্ত্তন করিতে এবার ক্ষান্ত হইয়াছেন। ব্যবস্থাপকদিগের এই অনুগ্রহে যে এদেশীয়েরা বিশেষ উপকৃত হইবে তাহার কোন ভুল নাই। এদেশে অনেক ভৃত্যের বেতন দশ টাকা, অনেক প্রজার অন্যূন দশ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হয়, সুতরাং ইহাদের পক্ষে চারি পয়সা ষ্ট্যাম্প দিতে হইলে বিশেষ কষ্ট হইত। ট্রেডস আসোশিয়েসনের উদ্যোগে এই কষ্ট নিবারণ হইল। ইহাতে আমাদের আর একটী উপকারও হইল। ব্যবস্থাপকেরা যদি বুঝিতে পারেন যে, প্রস্তাবিত আইনের এই এই অংশ নিতান্ত কষ্টকর হইবে তাহা তাঁহারা উঠাইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যখন ট্রেডস আসোশিয়েশনের আবেদনের প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তখন অপর স্থানে নিশ্চয় এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

প্রস্তাবিত আইনের কোন কোন্ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা ইতি পূর্ব্বে তাহা এক বার প্রকাশ করি। আমরা অদ্য আবার উহার স্থূল নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(১) ইংলিশ লতে যেরূপ হার আছে খতের ষ্ট্যাম্পের মূল্য সেই হারে বৃদ্ধি হইবে।

(২) এখন চারি আনার কম মূল্যের ষ্টাম্পে আর খত লেখা হইবে না।

(৩) যে সমুদয় প্রমিশরি নোটে এই রূপ সর্ত্ত থাকে যে অনডিমাণ্ড অর্থাৎ চাহিবা মাত্র টাকা দিতে হইবে তাহা ব্যতীত অপর সমুদয় ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

(৪) পলিসি ও ইন্সিরিয়ন্সের হার দ্বিগুণ হইবে।

(৫) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে বন্দকি খতের মূল্য দুই টাকা হইবে। কিন্তু এখন যত মূল্যের দ্রব্য বন্দক হইবে খতের মূল্য সেই অনুসারে বৃদ্ধি হইবে।

(৬) যে সমুদয় প্রমিশরি নোটে করার থাকে যে এক বৎসরের পরে টাকা পরিশোধ হইবে তাহার ষ্ট্যাম্পের মূল্য আট গুণ বৃদ্ধি হইবে।

(৭) শালিশ কৃত নিষ্পন্ন বিচারের ষ্ট্যাম্পের মূল্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি হইবে।

(৮) পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে কোন বিষয় বন্টক হইলে তাহা ১৬ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা হইত, এখন খতের ষ্ট্যাম্পের মূল্যের ন্যায় টাকার পরিমাণ অনুসারে বৃদ্ধি হইবে।

(৯) পূর্ব্বে দান পত্রের ষ্ট্যাম্পের নির্দ্ধারিত মূল্য ছিল। যে পত্র দ্বারা কোন দ্রব্যের ইওজ মুজরো হইত তাহারও ষ্ট্যাম্পের মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল। এখন মূল্য অনুসারে এ সমুদয় ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

(১১) পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে মফস্বল স্মলকজকোর্টের মকর্দ্দমায় শতকরা ৭৷৷০ টাকা কোর্ট ফিস লাগিবে, এখন ইহাতে দশ টাকা দিতে হইবে। ইত্যাদি।

যে যে স্থলে ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি হইবে উপরে তাহার অধিকাংশ প্রকাশিত হইল। যদি ব্যবস্থাপকেরা ট্রেডস আসোসিয়েশনের আবেদনের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এই রূপ অনুগ্রহের সঙ্গে বিচার করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে প্রস্তাবিত আইনের অনেক স্থলে তাহাদের এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করা উচিত। এক আনা মূল্যের রসিদে দশ টাকার রসিদ দিতে হইবে এরূপ নিয়ম করাতে লোকের ভারি কষ্ট হইত সত্য কিন্তু তথাচ ইহাতে লোকে মনকে কতক বুঝাইতে পারিত যে যে ব্যক্তি দশ টাকা পাইবে তাহার পক্ষে এক আনা ব্যয় করা কষ্টের বিষয় ভুল নাই, তথাচ সে এক আনা এক রূপ দিতে পারে, কিন্তু দায়গ্রস্ত কি হতসর্ব্বস্ব হইয়া অথবা অনশনে মুমূর্ষ পরিবার কি জাতি ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যে ব্যক্তি ঋণ জালে জড়ীভূত হয়; যে ব্যক্তি এই রূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত প্রণয়নী স্ত্রী, স্নেহাস্পদ পুত্রের শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া অথবা গাত্রের শীত বস্ত্র, জল পাত্র প্রভৃতি বন্ধক দিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করে তাহার পক্ষে কোন কঠোর নিয়ম হইলে যে সে অতিশয় কষ্টকর

হয় তাহা বলা বাহুল্য। এবং ব্যবস্থাপকেরা কেবল নিয়ম করেন নাই যে অন্যূন চারি আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে খত লেখা হইবে, তাঁহারা টাকার পরিমাণের সঙ্গে খতের ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা স্মল কজকোর্টের কোর্ট ফিও বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্যবস্থাপকেরা যদি অনুসন্ধান করিতেন যে খরচার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কত মহাজন ও কত খাতক উচ্ছিন্ন গিয়াছে, আবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন যে এখন যদিও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু জমিদার ও ভদ্র লোকের বৎসরের মধ্যে কত বার ঋণগ্রস্ত হইতে হয় ও ইহারা ক্রমে কিরূপ ঋণ জালে জড়ীভূত হইতেছে, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এরূপ কঠোর নিয়ম করিতেন না।

পরস্পর মকদ্দমা করিয়া উচ্ছিন্ন না যায় এই নিমিত্ত [গব]র্ণমেণ্ট শালিসী বিচারের নিয়ম করেন। আবার মকদ্দমার খরচা দ্বারা উচ্ছিন্ন যাইবার ভয়ে অনেক স্থলে লোকে শালিসী বিচারে সম্মত হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছু রাজস্ব বৃদ্ধির নিমিত্ত এই শুভকর নিয়মের হন্তারক হইতেছেন। পুনা সার্ব্বজনিক সভা এসম্বন্ধে যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে ব্যবস্থাপকেরা বুঝিতে পারিবেন যে ইহা দ্বারা কত অনিষ্ট ও লোকের কত কষ্ট হইবে।

ব্যবস্থাপকেরা দান পত্রের ষ্ট্যাম্পের মুল্য বৃদ্ধি করিয়া এক রূপ সৎকার্য্যের পথ কন্টকাকীর্ণ করিতেছেন। ইংলিশ গবর্ণমেন্ট যেরূপ সদনুষ্ঠানের উৎসাহ প্রদান করেন তাহাতে যে কিরূপে দান পত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব হইবে আমরা তাহা অনুভবও করিতে পারি না।

স্থানাভাবে এবার আমরা অন্যান্য অনিষ্টকর ধারা গুলির বিচার করিতে পারিলাম না। এ আইনের সঙ্গে মফস্বলবাসী মাত্রেরই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে। আমরা ভরসা করি এদেশীয়েরা ইহা লইয়া আন্দোলন করিবেন। আন্দোলন করিলে যে ব্যবস্থাপকেরা তাহা শুনিবেন তাহার পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন। ট্রেডস আসোশিয়েশন যেরূপ বলবান, এদেশীয়েরা আন্দোলনে যদি সেই রূপ শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ইপ্সিত ফল পাইবেন। আমাদের বিবেচনায় জেলায় জেলায় সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবিত আইনের দোষ গুলি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত লর্ড লিটনের নিকট দরখাস্ত করা কর্ত্তব্য।

—০ঃ০—

উৎকণ্ঠিত ভারতবাসী।

অদ্য আয় ব্যয় সংক্রান্ত মন্ত্রী আমাদের ভাগ্য লিখিবেন। রাজপুরুষেরা আমাদের পার্থিব বিধাতা পুরুষ, তাঁহারা আমাদের অদৃষ্টে যাহা লিখেন তাহা খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং ভারতবর্ষবাসীরা যদি অদ্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন তবে তাহাদিগকে কেহ দোষ দিতে পারেন না।

উৎকণ্ঠা জীবনের অব্যর্থ সঙ্গী। যাহাদের মঙ্গল অমঙ্গল অলক্ষিতভাবে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, অথচ পশু পক্ষীর ন্যায় যাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত হয় না, অপিচ যাহাদিগকে বিধাতা আপন আপন ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়াছেন, উৎকণ্ঠা তাহাদের সঙ্গের সাথী। বাল্য কালেও এই উৎকণ্ঠা, যৌবন কালেও এই উৎকণ্ঠা, প্রৌঢ় কালেও এই উৎকণ্ঠা, আবার মৃত্যুকালে এই উৎকণ্ঠা, কিন্তু অদ্য ভারতবর্ষবাসীরা যেরূপ উৎকণ্ঠা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, এরূপ উৎকণ্ঠা হয় ত জীবনের সকল সময় উদয় হয় না।

বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থার উৎকণ্ঠা স্মরণ করিলে হয় ত এখনও অনেকের রোমাঞ্চ হয়। পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার ফল অবগত হইবার নিমিত্ত যে উৎকণ্ঠিত হইতে হয় তাহা যিনি একবার অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে উহা কি বিষম অবস্থা; কিন্তু ইহাতে যত উৎকণ্ঠাই উপস্থিত হউক, পরীক্ষার ফলের সঙ্গে অতি অল্প লোকেরই সম্বন্ধ আছে। উম্মেদারদিগের উৎকণ্ঠাও নিতান্ত কম নহে। পরিবার অন্নাভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত প্রায়, আপনি ঋণজালে জড়ীভূত, সকল আশা, সকল ভরসা বিবর্জ্জিত, ভবসাগরে ডুব ডুব হইয়া উম্মেদার রাজ দ্বারে উপস্থিত। তাহার শেষ আশা এই। দরখাস্ত দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় যখন উম্মেদার দণ্ডায়মান হন তখন তাহার উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। কিন্তু ইহার সঙ্গেও কোটি কোটি লোকের সংস্রব নাই। আহেলে মামলাদিগেরও উৎকণ্ঠার সীমা নাই। বিচারপতি গম্ভীরভাবে বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্য নিঃসৃত হইলে কাহার প্রাণ দণ্ড কি কেহ সর্ব্বস্বচ্যুত হইবে, সুতরাং এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরও উৎকণ্ঠা স্মরণ করিলে হৃদ্‌কম্প হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গেও কোটি ২ লোকের তত সংস্রব নাই। মৃত্যু শয্যার উৎকণ্ঠার কথা আমরা বলিব না, কারণ তাহা বর্ণন করা অসাধ্য, কিন্তু ইহার সঙ্গেও কোটি কোটি লোকের সংস্রব নাই। হয় ত যখন এক পরিবার এই রূপ উৎকণ্ঠার আক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, যখন মৃত্যু শয্যায় শয়িত ব্যক্তি পরকালের চিন্তায় অস্থির হইতেছেন, তখন তাহার প্রতিবাসী কোন আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত রহিয়াছেন, কিন্তু অদ্যকার উৎকণ্ঠা এরূপ নহে। অদ্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজা উৎকণ্ঠিত।

দৈব ও রাজ দণ্ডে ভারতবর্ষবাসী নিরন্ন হইয়াছে। অন্ন কষ্টের অপেক্ষা সংসারে আর জ্বালা নাই। ঐশর্য্যশালীদের নিকট সংসার যত ভ্রুকুটী করিয়া উপস্থিত হউক, তাহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না, কিন্তু যাহার অন্নের অভাব তাহার শান্তি নাই, সুখ নাই, সচ্ছন্দতা নাই। এবার মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে কি সমুদয় লোমহর্ষণ ব্যাপারই হইয়া গেল অন্নের জ্বালায় মনুষ্য কি দানবিক প্রকৃতিরই পরিচয় প্রদান করিল। জনক জননী নিজ সন্তানের রক্তে পিপাসা শান্তি ও তাহার মাংসে ক্ষুধা তৃপ্তি করিতে পারে ইহা বোধ হয় মুসলমান উপন্যাস লেখকদিগের কল্পনায়ও কখন উদয় হয় নাই। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আপন শিশু সন্তানকে জীবিত অবস্থায় বিজন কাননে হিংস্রক জন্তুর মুখে নিঃক্ষেপ করিয়া পলায়ন করা ইহাও বোধ হয় কেহ কখন কল্পনায় আনিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যাহা গত বৎসর সংঘটিত হয় যদি একটু অধিক বৃষ্টি অথবা অল্প বৃষ্টি হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই রূপ ঘটিতে পারে। গত দুই বৎসরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোক অনশন, পিপাসা, অযত্নে বিজন কাননে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সেখানে যেরূপ সহস্র সহস্র জরাজীর্ণ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কুকুর শৃগালে জীবদ্দশায় ভক্ষণ করে, বিধাতা একটু বিমুখ হইলে ভারতবর্ষের এখন সর্ব্বত্রই সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। যে দেশের অধিকাংশ লোকের এই রূপ অবস্থা, সে দেশের আয় ব্যয় মন্ত্রীর আজ্ঞার উপর কোটি কোটি লোকের সুখ শান্তি নির্ভর করে।

গবর্ণমেণ্ট যে প্রজা বৎসল ও দরিদ্রের প্রতি কৃপালু তাহা আমরা সহস্র বার বলিব, তবে তাঁহারা দুর্ব্বলের কেহ নন, বলবানের দাস। যদি বলবান রাজপুরুষদিগকে তাড়না না করিত তাহা হইলে হয়ত এখন যত অবিচার হইতেছে, দরিদ্রের প্রতি এখন যত কর ভার নিক্ষিপ্ত হইতেছে তাহা হইত না। আজ কয়েক বৎসর অবধি বলবানের তাড়নায় গবর্ণমেন্ট এই রূপ জরাজীর্ণ অন্নক্লিষ্ট সংসার-জ্বালায়-বিব্রত ঋণজালে-জড়িত প্রজার উপর পর পর কর স্থাপন করিতেছেন। যদি এবার আবার রাজস্ব মন্ত্রী এই ভারের বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে ইহারা রসাতলে যাইবে।

ক্যাম্বেল সাহেব প্রজার কষ্টের নিমিত্ত অনেক রোদন করিয়া শেষে ইনকম ট্যাক্সের পরিবর্ত্তে রোডশেস নির্দ্ধারিত করিলেন। ইডেন সাহেবও দরিদ্র প্রজাদিগকে বড় ভাল বাসেন, এবং তিনি ইনকম ট্যাক্সের পরিবর্ত্তে পবলিক ওয়ার্ক শেস নির্দ্ধারিত করিলেন, আবার সম্প্রতি ইডেন সাহেব বেহারের প্রজাদের দুরবস্থার নিমিত্ত বিস্তর কষ্ট প্রকাশ করিয়া সেখানে ইরিগেশন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করার সংকল্প করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট নূতন ষ্ট্যাম্প আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ইহাদের ভার আরোবৃদ্ধি করিতেছেন, ইহার উপর যদি দরিদ্র প্রজার উপর আরো কোন ভার অর্পিত হয় তাহা হইলে দেশের দশা কি হইবে তাহা আমরা বলিব না, নির্জ্জন গৃহে গমন করিয়া রাজ পুরুষেরা চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

রাজস্ব বৃদ্ধির যে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। ভারতবর্ষের যে দশা হইয়াছে ইংলণ্ডের যদি এই দশা হইত তাহা হইলে রাজপুরুষেরা আয় বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের অভাব সংকুলান করিতেন না, ব্যয় কমাইয়া ইহার সংকুলান করিতেন; কিন্তু পুণ্য ধাম ইংলণ্ড এবং পুণ্যাত্মা ইংরাজ আর পতিত ভারতবর্ষ ও পতিত ভারতবর্ষবাসী এক বস্তু নহে। সুতরাং এই দুই স্থানে দুই রূপ রাজনীতি হইবে তাহার বিচিত্র কি। তবে আমাদের প্রার্থনা এই যে যেখানে টাকা আছে সেখান হইতে অর্থ লইয়াই গবর্ণমেন্ট যেন তাহাদের অভাব সংকুলান করেন।

—০—

ইংরাজেরা যখন এদেশ অধিকার করেন তাঁহাদের সে সময়ের প্রকৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার এক রূপ তুলনা হয় না। সে কালে এদেশীয়েরা ইংরাজি শিক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইংরাজেরা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যায়। আজ কয়েক বৎসর অবধি তাহারা নানা কৌশলে এদেশের উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করিতেছেন। দিল্লী কালেজটী উঠাইয়া গবর্ণমেণ্ট কি অবিচার করিয়াছেন আমরা তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। দিল্লীবাসীরা এই ক্ষতি পূরণের যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে এই সম্বন্ধে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। সভাতে প্রায় দুই সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হন। প্রিন্স সলিমান সা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থ সকলে ব্যক্ত করেন যে দিল্লী কালেজ উঠাইয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোর অন্যায় কাজ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট ধিক্কার পাইবার যোগ্য। তৎপরে তাহারা নিজ যত্নে দিল্লীতে একটী কালেজ স্থাপন করিবেন এই রূপ সঙ্কল্প করেন। ইহাতে যে ব্যয় হইবে তাহা তাহারা নিজে বহন করিবেন। সভাস্থ ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ১৮ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃ[ত] হন।

—০—

সার সালার জঙ্গের প্রাইবেট সেক্রেটরি অলিফেণ্ট সাহেবের কর্ম্মচ্যুত সম্বন্ধে আর একটী নূতন সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে সার সালার জং কোন বিষয় গবর্ণর জেনারেল দ্বারা না পাঠাইয়া সাক্ষাৎভাবে ষ্টেট সেক্রেটরিকে লিখেন। ষ্টেট সেক্রেটরি ও[ই] পত্র হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্ট মিড সাহেবের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, সার সালার জং এ সমুদয় পত্র গবর্ণর জেনারেল দ্বারা না পাঠাইয়া কেন সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন? মিড সাহেব এই পত্র গবর্ণর জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া লিখেন যে, অলিফেন্ট সাহেবকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে তিনি এরূপ অনিয়ম কার্য্য আর না করেন। গবর্ণর জেনারেল এই পত্র পাঠ করিয়া অলিফেন্ট সাহেবকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মিলিটরি গেজেট লিখিয়াছেন আনকুন্দি রাজ্যের রাজা নরসিংহকে লইয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সার সালার জঙ্গের যে বিবাদ হয় তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সার সালার জং গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—০ঃ০—

কার্সের পতন সম্বাদ শুনিয়া ইংলণ্ডবাসীরা বিল[ক্ষণ] চিন্তাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কার্স যখন রুশদের হস্তগত হইয়াছে, আর্জ্জরুম তখন নিশ্চয় তাহাদের হস্তগত হইবে, এবং তাহা হইলে আর্ম্মেনীয়ার রুশিয় রাজ্যে ভুক্ত হওয়ার আর বাকি কি রহিল? যাহারা এই রূপ ব্যাকুল হইয়াছেন তাহারা গণনা করিতেছেন যে, "আর্ম্মেনীয়াতে রুশিয়রা আধিপত্য স্থাপন করিলে, ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষের বিশেষ বিঘ্ন হইবে, আবার প্লেবনা সত্বর হয় ত শত্রু হস্তে পতিত হইবে প্লেবনা পতিত হইলে রুশদিগের এড্রিয়ানোপলে ... করার বাধা থাকিবে না। এবং এড্রিয়ানো[পল] ...

SCRAPS AND COMMENTS.

Referring to the case of Dukha Gooree the *Statesman* observes :—

Some months ago we received from Maldah, and published our columns a conplaint by one *Dookha Gooree* against the officiating Magistrate of Maldah, Mr. Rees· The man complained that his wife a girl 16 years old, had been enticed away from him by Mr. James, the District Superintendent of Police at Maldah ; and that the officiating Magistrate had done everything he could, to baulk the complainant's attempt to recover his wife from Mr. James's protection. The case has now come before the High Court, and we publish the proceedings below. The judgment of the Court shews plainly that Mr. Rees is very heavily to blame for the character of his so-called investigation of the case. Whether innocently or corruptly, he plainly did not "promote' the enquiry. We certainly do not wish to see the High Court Judges reviewing the proceedings of the Mofussil Courts in the unreserved language of the press, but the facts stated in the judgment of Messrs. White aad McDonel surely called for language somewhat stronger than that Mr. Rees had "materially erred in conducting the enquiry." As the case is *sub-judice*, we shall only say further, that it is one of those cases, which the Executive Government should watch closely. Mr. James may be altogether innocent of the offence charged against him, and Mr. Rees, a Magistrate in whom the High Court reposes just confidence : but there is no concealing the fact that the case wears an exceedingly disagreeable aspect, and the Executive Government will no doubt observe it closely.

The isolation in which the English Ministry stand in Europe, is being commented upon on all sides We find the London correspondent of the *Pioneer* who would certainly conceal the fact, if it were possible, but we find even him saying, that " If we look further than France, we still fail, except in Hungary to discover any nation, or at least any Government, on whose friendly disposition England can securely count. We are told from Italy, that that country, on the strength of its possession of the *Duilio*, is not disinclined to try a naval war with us. The German Government is convicted of the most wholesale and audacious breach of neutrality in the Russo-Turkish quarrel, in disregard of the appeal and protest, not only of the Turkish, but of the British Ambassador at Berlin."

The *Indu Prokash* protests, and we think rightly, against a Poor Law for India. Our contemporary says :—

Such of those as are fed by the bountifulness of private charity may be divided roughly speaking into three classes—(1) those able to work but still subsisting on private charity as it were by right and profession (2) the infirm poor and destitute (3) and the poor and dependent relations of the wealthier families. To compel the first class to work and earn their bread in a legally instituted workhouse would be to deprive them of their most eagerly cherished religious opinions, the only corrective of which is more intelligence and a better standard whoof public opinion among all classes. Nor would those who distribute charity among these consider it less as an insult to themselves to withdraw their charity from a people, who, they think, have a claim on their assistance. The second class would also not benefit much from the change, whatever may be said of the *indiscriminate and idle* chater of voluntary, charity it speaks well of our countrymen that these are not neglegted as it might at first sight seem. There can hardly be a single Indian village, where one particular day of the week is not reserved for giving the [illegible] their usual dole and the regularity with which each [illegible] discharges its so-called religious duty in this respect [illegible] clear a sight to need further proof. Fven the shock [illegible] periodical distress cannot lessen this widely cherished [illegible]ou and in support of what we urge here, we will take leave to quote from the able *Famine Report* penned by [illegible] Richard Temple, during the Bengal Famine of 1874.

* * *

[illegible]y to interfere then with this "force of usage" and you do nothing less than offend the religious liberties of the people. [illegible] arguments of Political Economy, no demands of the periodical recurrence of famines in this country can compensate this offence so long as the tone of Hindu society stands thus. And in the case of dependent poor relations it needs only to be noticed that the ties of family relationship are so binding that such poor relations receive ample help from their well-to-do relations—and this must last so long as our customs continue.

If the following is to be believed, Russian finance is not in such hopeless a condition as one would imagine. The *Times* St. Petersburgh correspondent says :—

The present financial condition of Russia is certainly not brilliant, but I think that the fears of many bondholders are a little exaggerated. The total amount of gold which the Government has to pay monthly to creditors abroad is considerably under a million sterling. To meet this there are the foreign bills above mentioned, and, in case of extreme necessity, the metal-reserve of the State Bank, amounting to about [illegible]5,000,000. Of course, this latter sum would be touch[ed] only as a last resource ; but I speak not entirely without authority, when I say that this extreme measure would be taken rather than allow even a temporary suspension of payments. But does this reserve of 25 millions sterling really exist ? I know that many foreigners believe it to be a myth and place it among those thousand-and-one things which in Russia are often met with in official papers, but have never been seen by mortal eye. Even some Russians have their suspicions about the existence of this treasure. Such doubts and suspicions are perhaps justifiable in foreigners and excusable in natives ; but I must say that, for my own part, I cannot share them. My belief in the real, objective existence of that mass of silver and gold which figures in the weekly published balance-sheets of the State Bank is founded on ocular demonstration. As to its being in the vaults of the bank at this moment I have no direct evidence, but I can solemnly testify that it was there ten days ago, for I then saw it with my own eyes, and was allowed to handle part of it with my own hands. For half an hour I felt as if I had at last discovered the long-sought El-Dorado. In lifting the big ingots I acquired for the first time in my life a clear notion what a heavy metal gold is. The coined gold and silver were in bags, and therefore invisible, but the Governor, who accompained me, asked me to choose any bag and he would have it opened for me. In the bag which I chose were four small bags, each of which was fill[ed with] gold Imperi[als. "]You had better choose one fur[ther b]ack," said my guide, sarcastically, "perhaps we fil[led] these near the door." I declared myself satisfied, b[ut] my friend insisted, so I chose bag at the bottom of a pile in one of the far corners. At once the bag was brought forward, the four little bags were taken out of it, and the beautiful bright Imperials were poured on to the table. Having seen for seven months nothing in the way of money but flimsypaper roubles, I could not help thinking that, in the words of the old ballad, " 'twas a goodly sight to see."

The *Behar Herald* hears that there will be no compulsory irrigation cess at present. This is good news for the poor ryots of Behar.

Another Fuller case is reported. The dead body of a Burman was sent in from the district by the Superintendent of Police last Friday to the General Hospital for examination. On a *post mortem* being held it appeared that death was caused by rupture of the spleen. From the police report it seems the man died from the effect of kicks. The *Rangoon Times* which publishes the above is unaccountably reticent as to whether these kicks were administered to by a Native or a European.

The *World* says :—" In these days of central Asian rides it may be well to call to mind the fact that the late Sir Henry Pottinger, when a Lieutenant of native infantry, rode, 'partly in the disguise of a native pilgrim' from India to Persia *via* Affghanistan and Beloochistan. He wrote an account of his adventures, illustrated with a map, but this has long since been out of print and forgotten, like the ride itself."

Now that Plevna has fallen, and that the French crisis is over, the great political questions of the day, are whether peace be possible between Russia and Turkey, and if not, what is to be the future attitude of England towards the combatants. England has not yet, so far as we have heard, replied to the Porte's request for mediation, but the refusal of Germany to interfere, and the declared intention of Russia to prosecute the war, seem to preclude the possibility of an early peace· The opponents of Russian in England are becoming clamorous for English intervention in view of the advance of the Russian armies towards Constantinople and the rumours that are being floated of warlike intentions on the part of the Government appaer to be meant as feelers of public opinion· The Ministry will however not dare to drag the nation into war against its will. It is said that Parliament will meet on the 17th of January.

A Constantinople newspaper, dated the 8th November, published an account of the first interview between the Ottoman Envoy and the Amir of Cabul. The account professes to be founded upon more authentic than anything hitherto laid before the public. After the ceremonial reception, and the presentation by the Envoy of gifts worth 20,000 pounds Turkish, including several Orders of the Ottoman Empire, the Envoy explained that the object of his mission was to induce the Amir to enter upon hostilities with Russia, that enemy of the Mussalman faith and dominion, and to renew his ancient friendship with England, as the constant ally of the Sublime Porte. The Amir's reply is racy enough—whatever may be thought of its authenticity—to deserve a literal translation :—

" If the case is as you state it," says Shere Ali to Ahmad Khulus Effendi, "how is it that the British Government, in this moment of difficulty and distress, is not acting the part of friend and ally of the Sublime Porte your Master, nor even fulfilling its treaty obligations of 1856 ? It appears to me that the friendship of England is simply with an eye to her own interests." "England," replied the Envoy, "is firm and loyal in her friendship. If she has not actively sided with Turkey yet, it does not follow that she has elected absolute neutrality. She will assist the Porte in due time and occasion." "So far as I can see,' returned the Amir, "if. Russia (which may God forbid) gets the better of Turkey, and threatens her capital Istamboul, the British Government will send their ships of war to protect the capital. Of course, the Sublime Porte knows more about these matters than I do ; but it seems to me that this is very like giving physic to a dead man. However, every Government is the best judge of its own interests." This ended the conference. A meeting of the Affghan Sirdars was immediately convened by the Amir, and after discussion of the relations between Affghanistan and the English, the Envoy was informed that his proposed alliance with England, was possible on certain conditions. "First of all," said Shere Ali, "I want the subsidy continued as before, with payment of the arreas in full. Secondly, the Government of India must withdraw its garrisons from Beloochistan, and dismantle the forts it has built there ; and it must abstain henceforth from military occupation of Khelat, and interference with the internal affairs of Affghanistan. Thirdly, it must abandon the notion of sending military officers to Candahar and Herat, and of strengthening the fortifications of Herat, and stationing a Resident in Cabul. On these conditions, I can renounce all my grievances against the British Government, but so long as I have no security, it is impossible for any substantial friendship to exist between me and the English. I am well aware that the English are stirring up my Sirdars against me in my own dominions, just as the Russians plotted the insurrection in Bulgaria. As for obeying the Sultan's orders, I have not the least objection. A *jehad* against Russia is the wish of my heart, and I desire nothing more than to clear the Russians out of Mahomedan territory altogether. But from Cabul to the frontiers of Bokhara is fifty day's march, and to transport an army thither, and carry on war against Russia, requires resources in men, money, and material, which are not at present to be found in Affghanistan. If the object of the Embassy is to prevent friendship between us and Russia, I can assure you that I have never been, and never will be Russia's friend. I can never be the friend of the enemy of Islam. But international courtesy requires that I should admit the Russian Envoy to my Court ; and if Russia offers me money, there can be no reason why I should refuse it ; nay, it i[s] for my interest to [acce]pt it. You tell me that an alliance with the English w[ould be] beneficial, because they are a wise, and enlightened, and wealthy people, and can do much to help me in developing the resources and increasing the wealth of Affghanistan. Very good : I am heartily obliged to them for friendship of this sort, only on the condition that it is not accompanied with danger to my kingdom. Your Sultan has been kind enough to give me advice and counsel. Let him now advise the English to act truthfully and honourably towards Affghanistan ; to abstain from their aggressive movements in Beloochistan and on the Candahar frontier, so inconsistent with their allegations of friendship, and to give me some security and confidence in their alliance. *Then* we shall have no quarrel with the English. But if England thinks herself civilized and enlighted and us uncivilized and barbarian, and wishes to introduce the benefits of learning and civilization into Affghanistan, and in reward to take our country for herself—why, in that case we have a new and extraordinary element introduced into the question.

Such is a literal translation of what is appearing at this moment in the Turkish papers.

One of the most interesting of astronomical events, says the *Delhi Cazette*, is the disappearance of Saturn's ring, a rare phenomenon, as it only occurs once in each period of thirty years. The next disappearance will take place in February, 1878 ; but the planet will be so near the sun that it cannot be observed, contrary to what occurred in 1848, when it was in opposition. The face at present visible will soon disappear, and the other will begin to be apparent. By the movements of the heavenly bodies, the earth and the sun are now approaching the plane of the ring, and observations will become more and more difficult.

A Dacca paper is not very complimentary to Lord Northbrook, who is stigmatized as "one of the most stingy, mean spirited, miserly men India has ever known. In mind, manners, and heart, there is as much difference between the late Viceroy and the present, as between midnight darkness and noon-day brightness. While Lord Lytton, with all his foibles, is beloved and respected, his predecessor was held in deserved contempt. We want no more bunnia Viceroys. One has been too many for us."

The American rifles used by the Turks in Bulgaria have a tremendous range. A correspondent of the *Times* says he has seen dug out of a hard clay bank, bullets which had penetrated 16 inches after traversing a distance of over 2,000 yards from Plevna.

I hear, says a London Correspondent, that a number of ladies of the "upper ten thousand" sympathise so deeply with the Turks, that they are going to give an entertainment at St. James's Hall upon their behalf. The admission to the entertainment will, of course, only be "by vouchers ;" but as a Duchess has offered to recite a poem, and a Marchioness to sing a song—to say nothing of many other minor attractions—who can doubt that tickets for the entertainment will be eagerly sought after ?

On dit that the Queen has granted from her private purse £200,000 to relieve the Prince of Wales from his numerous debts.

The *Civil and Military Gazette* states that the last dispute between the Government of India and Sir Salar Jung, alluding, we presume, to the reported dispossession of Nursimha Davarayloo and his expulsion from the Nizam's territory, has been finally settled, and the wishes of the Government of India will be carried out·

We have much pleasure in reproducing the following article headed "The spiritualist state" from the pen of our well known townsman Babu Peary Chand Mittra, which appeared in the *Spiritualist* :—

There has been no end of creeds, no end of ethics. Metaphysics have been principally directed to the study of the mind, and except the Aryas and Greeks no other ancient nation has thrown light on the soul. The Aryas did not believe in vicarious salvation, but looked upon the soul as the connecting link between God and man. The Rishis thought of nothing but God and soul. Many of them were clairvoyants, possessed psychological powers, and could predict events. The Rajas made it a rule to retire and live in the jungle with their wives, after they were fifty years of age, for the purpose of attaining the spiritual state. The love of Socrates and Plato for the essence and spirit is admirable. Ours is a materialistic age. We prosecute the study of physical sciences ; we think of what pays well, but not of what *pays well eventually*. Talk of Spiritualism, and the remark instantly made is, that it is a delusion all bosh. What becomes of us ? "Let us not try to lift the veil which cannot be lifted." "We have all we require in the Bible." The general disposition not to go beyond the limited horizon of the mind is very great ; prejudices, idols, and dogmas are all against the prosecution of inquiry. This is characteristic of the age, but the pure light of God in the soul cannot be kept pent up ; this is evidenced by the present spiritual movement, which must prosper in spite of the opposition of learned divines and physicists.

To give some idea of the spiritual state as known to the Aryas, I subjoin extracts from certain works on Yoga and Bhagavat Gita. I am anxious that the knowledge of this state should be widely known, that Spiritualism may be fully appreciated and valued. It is absolutely necessary for preparing us for the world of essence, where we can not progress if we do not live here looking upon our spiritual existence and God from the light of our souls. All honor then to my most esteemed friend, Andrew Jackson Davis, and to all other Spiritualists. The reward for revealing the divine truth is in the soul itself.

" No direction of sight, no bondage of the soul, no limit to time and space, no impediment from the organic life, no labor in the concentration of attention, no effort in contemplation, in possession of the endless horizon, not wakeful, nor in profound sleep, no consciousness of existence, nor of death, no twinkling in the eye, no desiring, no breathing, like a lamp undisturbed by wind.

orlds.

The absorption in God comes [illegible] after extinction of the external knowledge, or knowledge through the mind and its sensuous organs.

"Internal consciousness and external vision without the twinkling of the eye.

"He is the Yogee who sees without effect, whose lower life ceases without his will, and whose inner life flows sponta. neously. He is above all emotions, and above wakeful and dreaming states."

"As long as the outer life exists, the soul is helpless."

"The spiritual state is the constant thinking of the soul. and of the souls of others.

"It is ignorance that fetters the soul. Wisdom liberates it. The sentient soul lies in the outer life. The real is in the internal tranquil state. He who passes through varied states does not attain the spiritual condition, which consists in. *one unchangeable state*, seeing God everywhere.

"The Yogee having forsaken the cares, lives in the essence The Vedas are no Vedas—the real Veda is in fixing our mind on God.

"The Yogee is imprevious to vice and virtue, and becomes God-like."

"Absorption in God means the same state in pain or pleasure, in ardent hope or disappointment.

"He who has no ill-feeling towards benefactors, friend, enemy, hermits, those who are deserving of censure, relatives, saints, and sinners, or, in other words, looks upon them equally, is a Yogee.

"He who, knowing his soul, looks upon all beings in the same light, and does not wish for any one's evil but happiness, is a Yogee. The Yoge state means the absorption of the mind in the soul, which being developed, finds enjoyment only in itself."

The spiritual state is for the world of essences and spirits with which it is *en rapport*. Ecstasy and trance are mixed states of brain and soul. Somnambulism and clairvoyance are all included in the spiritual state, which has a perpetual clear vision of the past, present, and future; and the more absorbed it is in God, the more elevated it is in the spirit-world. This is our accountability, this is our moral responsibility, this is our reward. May we all worship the Great Power "in truth and spirit," for his spiritual revelation to us. All other revelation based on mythic evidence, and partaking of sensuous conception, is the work of the mind, but not of the soul—the essence and mirror of God.

The chief "scare" of the week says the last *Home News*, has been dicovered by the *Standard*, whose correspondent at Teheren announces that the Shah of Persia has despatched a special envoy on a secret mission to the Russian Court :—

This ambassador, Miza Ali Kan, has, according to the Tiflis *Messenger*, already arrived at St. Petersburg, and thence he is about to proceed to the Czar's head-quarters in Bulgaria. The alleged and ostensible cause of the journey westward by the emissary of the Shah is to arrange for that potentate's visit to Paris on the occasion of the exhibition next year, Paris being the goal of Mirza Ali Khan's pilgrimage. The *Standard*, however, hints that the real purpose of the trip is the meeting between the Persian Euvoy and the Russian Emperor, and that the object of the meeting is to cement an alliance between the Shah and the Czar. We are further reminded that since the beginning of the Century, Russian aggression in Persia has gone steadily forward ; that between 1800 and 1830, Russia annexed Georgia, Persian Armenia, and Erivan ; that in 1842, Russia acquired the right of building vessels of war at Resht and Astrabad ; that in 1856 Russian agents induced Persia to beseige Herat. It is said that the Shah has in vain attempted to choose the friendship of England instead of that of Russian, but that refused by Lord Granville in 1873, and warned by the fall of Kars, he naturally now turns to the Czar. We are, therefore, warned to anticipate a Russian protectorate over Persia. The next thing, such is the sinister prophecy of the *Standard* ,will be a successful attempt by Persia on Herat, but that will be the same thing as a Russian occupation of Herat, and in view of this what did Mr. Grant Duff write ten years ago ? "If we are foolish enough ever to allow Russia to possess Herat, we deserve the worst that can happen to us."

News has been received from the Naga expedition at Mozema, up to the 14th by telegram, and up to the 11th by letter. The Nagas have not yet come in. Up to the 11th they had given trouble by night firing, but a telegram of the 14th states that it had ceased. Samaguting was reported quiet. It was found that some Mozema men were acting in the rear of the expeditionary force, having killed a constable and plundered his post.

The total loss sustained by the Russian armies in the field up to the 21st of November is stated to have been 71,705 men. The *Cologne Gazette* says that, according to information from Moscow· the Russian losses include 14 generals, 1 Imperial Prince, 4 Princes of the house of Rurik, 1 Persian Prince, 6 Russian Prince, 12 grussian Princes, 16 counts, and 21 barons. The Turkish prisoners number about 44,000 men : among them 16 Pashas and 500 officers. There were also taken 701 guns, 200 standards, 2 monitors, and 4 steamers. The value of the booty in ammunition and provisions amounts to 14,000,000 roubles. The prisoners were taken—7,000 at Ardahan, 300 at Begli Achmed, 300 at Zeidekan, 800 at Yagni, 300 at Bayazid, 7000, at Aladja Dagh 12,000 at Kars, 3,500 at Deve-Boyun, 500 at Azizie, 7,800 at Nicopolis, 500 in the combats of the Balkans, and 3,500 at Teliche.

Accounts from Constantinople, says the *Eastern Budget*, are unanimous in stating that the greatest confusion and perplexity prevail in the Imperial Councils; the Sultan would at once make overtures of peace to Russia, if he were not prevented from taking such a step by the fear of losing his throne. The population is so much incensed against the Government that if Plevna should fall, a rising in the Turkish capital will be almost inevitable, and the general agitation is much increased by the numerous fugitives who have arrived at Constantinople from the districts occupied by the Russians,

Revoluntionary placards are be[illegible]ontinually posted on the street corners dema[illegible] the deposition of the Sultan. Disturbances a[illegible] feared, but the Government has begun to [illegible]opt precautionary measures.

TURKO-RUSSIAN WAR.

(*Englishman.*)

Having succeeded in proving to the satisfaction of the other great Powers that they have nothing to hope and nothing to fear from her, it is hardly to be wondered at that, in the hour of need, England should find herself without allies. To trace the gradual extinction of British influence in the councils of Europe, we should have to go back to the date of the Dano-Prussian war. Since the annexation of the duchies, the decay of that influence has proceeded steadily, and it is noteworthy that it has proceeded *paripasu* with the aggrandisement of Prussia, whose usurpation of the title and empire of Germany inaugurated a new era in European politics. At any time that usurpation was completed, that is at any time before the humiliation and dismemberment of France in 1870, we might not only have restored the balance of power, but recovered what we had lost of our prestige ; and we might probably have done this by merely showing a bold front and without actually appealing to arms. With the dismemberment of France, however, passed away, perhaps for ever, our power of doing this. When the present complications arose, the relations of Russia and Germany had been drawn so close, and the helplessness of France was so well-known, as to make it doubtful whether any course of action on our part would have prevented war. This much, however is certu'n, that if, by adopting a firm attitude we could not have prevented war altogether, we could at least have engaged in war with every prospect of success.

Upto a very late period, there is every reason to believe, Austria needed only the assurance of our readiness to act with her,to detach herself from the triple alliance and fight against Russia. Of the two lines of policy that were open to her, she has adopted that which is most distasteful, and probably most fraught with mischief to herself, simply because she found that she could not reckon upon British support. It is too late now. What had been for some time past feared, but what was hard to believe, has happened at last. Austria has made common cause with Russia and Germany, with the result, on the one hand, that Russia will not hear of peace, and, on the other, that England is fully aroused to the perils of the situation, when in all probability nothing but a war against tremendous odds can avert them.

Anything would have been better than the policy which the Beaconsfield Cabinet have pursued. It would even have been better, ten thousand times better, to have gone in heartily with Russia and Germany and thus secured an equal voice with them in the settlement of whatever questions might have arisen. But we declined to do this while our co-operation was still worth having ; and we were too selfish or too timid to take the opposite side, till the only other Power that wavered had declared against it.

Now we are told that it is not the victories of Russia, but the support given her by Germany and Austria, that is inimical to British interests. What is really inimical to British interests is the German sympathies which have hampered one cabinet after another for the last fifteen years, combined with the selfishness of the trading classes, who put their chief faith in money as the arbitar of human destinies, and would have peace at any price, rather than see their transactions diminished for a day, or be called upon to pay three pence extra in the pound.

None the less we must fight now. If our interests in Europe were all we had to look after, we might disregard the quarrels of other Powers withot much danger to ourselves ; but with an empire scattered over the four quarters of the globe, we cannot abandon ourselves to such unconcern with impunity. The league which is against Turkey to-day, may, and in all probability will, be against us to-morrow. With such a prospect before us, we certainly cannot afford to lose any more vantage ground, still less can we allow ourselves to be driven into a corner, as we should be if Turkey were dispossessed without our obtaining an adequate addition to existing guarantees for the safety of our communications with India.

———000———

THE SAME.

(*Indian Daily News.*)

We took occasion the other day to remark upon the absurdity of the shibboleths about "civilized conquest," "national affinities," "historical missions," and the like vague shadows of names which some visionary politicians now-a-days parade as an excuse for England's state of torpor, and abandonment of her leeding position amongst the European powers. Years ago, Mr. Matthew Arnold pointed out the danger to an insular power like England of drifting into such lethargic state ; but for years England's influence upon the course of continental affairs, once so powerful for good, has been *nil*. Wealth, education, culture ; all the modern advancements upon which the English nation is wont to pride itself, have combined in strange, paradoxical-seeming, chain to bring about this effete result. Paradoxical-seeming notwithstanding, it has generally happened to nations in the zenith of their prosperity to forsake common sense for fastidious repose, and to find timely excuses for such coquetting with indolence. Repose is pleasant, useful, admirable in due season ; but there may be too much of it, even as there may be too much zeal. Peace is surely the greatest of national blessings, but at the same time, it is well to remember that fine words wont feed cats, and that war, even with all its horrors may sometimes be the lesser of two evils. It seems to us, speaking as lower world men may, that if fifteen years ago, England had worthily used the great influence she then was able to wield, in order to prevent Prussia's spoliation of Denmark, the wreck of Austria and France might have been avoided ; that quite exploded, but none the less wise, idea of the usefulness of a balance of power in Europe still acted up to ; and Prussia might be still figuring on the map of Europe, content with the sufficient slice of it she owned before his dream of conquest overtook Prince Bismark, and he made Imperial Germany the overgrown power and menace to the rest of Europe it is at this present. England, however, did nothing to prevent that spoliation. Since then, she has gradually been going down in European estimation, until to-day the warnings of the British cabinet count for nothing on the continent, and the British nation finds itself without allies, isolated, shorn of prestige ; will probably find soon that past pandering to the peace-at-any-price party has resulted in a very costly, very terrible war. Given Reuter's telegrams and the tone of the English press for guide it is not easy to see at least how this result can much longer be avoided. Over and above Lord Derby's definition of British interests which we have already recapitulated, and which already, it may be said, are assailed, there is England's interven-

Alexinatz to be considered. There can b[illegible] no doubt th[illegible] at the time of that intervention, rebel Servia lay at t[illegible] mercy of the offended Porte, and that it was only b[illegible] cause of the remonstrances and assurances of Englan[illegible] Turkey's old ally, that the course of the victorious Tu[illegible]kish army operating against Servia was stayed. If t[illegible] victorious army had been allowed to go on, and to e[illegible] material pledges and recognizances, Servia would not [illegible] been in a position again to declare war, and in the [illegible] of Turkey's bitterest need to give what is now m[illegible] help to the destroyers of Turkey. The fact that Prince Milan is able to give this push to the downward rolling wheel i[illegible] entirely due to England's insistance last year on an armistice and a conference. In the teeth of that insistanc[illegible] can England, with any pretence at honour and righteousness, refuse to recognise the the obligation she lies unde[illegible] in this matter—refuse to suppress Servia, at any rate—[illegible] prevent that currish little State from pursuing the mea[illegible] advantage it is now taking of Turk[illegible] distress ? It is likely enough that when Lord Derby in[illegible]vened to prevent the annihilation of Servia, he quit[illegible] lieved that his conference would do away with all f[illegible] causes of offence, and that he was quite safe in comm[illegible]ing England to any amount of guarantees sure never to be redeemed. Too much prudence is sometimes as dangerous as too much zeal ; but that is scarcely sufficient argument of backing out of a contract.

The following is the telegraphic summary of the week :—

London, 19th December.

The *Globe* publishes a rumour that Parliament is to meet on the 17th January, because of the critical situation in the East.

Prince Milan has arrived at Alexinatz.

London, 19th December.

The statement made that Parliament will open [illegible] 17th January on account of the critical situation in the East is confirmed. The *Standard* of to-day states that the ministry will then propose that the British Army be increased. Other Conservative journals in discussing the situation say that it is not Russian victories over the Turks, but Austrian and German support of Russia, which is the real danger to British interests.

London, 20th December.

The Servian troops have occupied Mramor.

The Russian troops are marching towards Sofia. Fresh bodies of Russian troops continue to arrive in Bulgaria.

London, 20th Decembr.

All the English Press, with the exception of the *Ttmes*, agree that the Ministry should, on the opening of Parliament in January, demand a vote of a sum of money for military preparations in view of the present situation.

The Turkish garrison of Mramor has withdrawn to Nisch.

General Todlebon has been appointed Commander of the Russian army corps operating against Rustchuk.

The Turks have evacuated Burkovatz, which the Russians have occupied. The Turks are retreating on Sofia.

A force of 60,000 fresh Russian troops is being mobilized.

London, 21st December.

The proposal made by the Porte to the guaranteeing powers for mediation has failed, its basis being considered inadequate.

The German Ambassador at Constantinople recommends that Turkey should negociate direct with Russia.

Advices from seat of war state that Snowy weather and thick fog prevent any operations of the Belligerent[illegible] Balkans.

The *Times* announces that Suieiman Pacha is [illegible] to Adrianople to assume command of the Turkish f[illegible] in Roumelia.

Servian troops are marching against Widdin [illegible] advancing successfully in other directions.

The Russian Roumanian troops will invest fort[illegible] quadrilateral.

The latest news from Armenia states that Snowy w[illegible] delays the Russian attack on Erzeroum, and that the [illegible]sian army is still beyond Soghanli.

London, 22nd December.

Advices from the seat of war in Armenia state the Russians have captured Ardanutch, situated [illegible] fifty miles south of Batoum.

London, 23rd December.

Snowy weather is preventing military operation[illegible] Southern Bulgaria.

The Servian troops have captured Babinglava, and other Servian troops have effected a junction with the Russians, and are advancing towards Widdin.

The Russians have occupied Olti, and are concentrating troops at Otzunahmed, near Erzeroum.

The weather is intensely oold in Armenia.

London, December. 24

Suleiman Pasha having garrisoned the fortresses of the quadrilateral, is concentrating the remainder of his army at Adrianople.

Ii is belived that the Porte has resolved to continue the war to the last extremity.

London, December. [illegible]

Advices from the seat of war in Armenia state the Russians are investing Erzeroum.

The Cazr, accompained by Prince Gortschakoff [illegible] arrived in St. Petersburg, where his receptio[illegible] been most enthusiastic.

In the Paris *Constitutionel* of to-day there appe[illegible] statement that England will defend existing tre[illegible] and the European equilibrium, against Russian aggre[illegible] and that in so doing she will certainly have the [illegible] support of France and Italy.

London, December. 25.

The Czar, in replying to at at St. Petersburg [illegible] that much yet remained to be done, but that hop[illegible] to accomplish the mission Russia had undertaken in the present war.

The Grand Vizier at Constantinople has receivd a delegate from the Indian Mussulmans.

London, December

The Servians made an unsuccessful attack on Yatre, where they were defeated, and compelled to fall back with very loss. The garrison of Nisch made an unsuccessful attampt to retake the heights of Komene.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No* [illegible] *Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

ALBERT TEMPL[E] OF SCIENCE.

The College of Practical Science, projected by the Indian League, will be opened in January, 1878. Intending pupils are requested to apply to the undersigned *without delay* for admission: They shall be expected to have acquirements in English and Mathematics corresponding at least to the Entrance Test of the University of Calcutta.

11 MANIKTALA STREET, KALI CHARN BANERJI

Calcutta, 26th Dec., 1877. *Convener*

COLLEGE SUB-COMMITTEE.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY DECEMBER 27 1877.

A public meeting, presided over by Prince Suliman Shah, at which nearly two thousand of the principal native gentlemen were present, was held at Delhi on the 9th instant, when resolutions were passed condemning the action of Government in closing the Delhi college, and deciding to make efforts to establish a college of their own with subscriptions by the people of Delhi and other friends. Rs. 18,000 was promised by those present at the meeting.

——oo——

A private telegram is said to have been received in Bombay which gives a few more particulars regarding the cause of Mr. Oliphant's dismissal: It is stated that Sir Salar Jang wrote *direct* to the Secretary of State for India regarding certain matters. The letters were sent by the Secretary of State to Sir Richard Meade for explanation as to why they were not sent through the prescribed channels. Sir Richard Meade sent the letters to the Viceroy, merely stating that Mr. Oliphant should be warned not to advise such a course for the future. The Governor-General considered Mr. Oliphant's offence a grave one, and ordered his dismissal. Sir Richard Meade wrote to the Governor-General, begging that he would reconsider the matter and deal more reasonably with Mr. Oliphant. The Governor-General replied that his council took a very serious view of the matter, were quite unanimous, and that he could not go against his whole council.

——ooo——

A gentleman, who can speak with authority on the subject, contradicts the statement in our last issue that the indigo ryots in certain factories were forming a combination amongst themselves. He says that Koresh Biswas himself only lately settled his account with the factory, and that some person misled us to injure Mr. Saupin. It is but fair to state that we had the information from parties as much interested in indigo cultivation as the writer himself is; however, we are glad to learn that the differences, which undoubtedly existed, have been amicably settled. We are not opposed to indigo *cultivation*; we have sense enough to understand the advantages of the circulation of money; but we must hate with all our heart indigo *oppression*. The planters must bear in mind that it is not enough for the managers to be good themselves, it is essential that they should keep a strict supervision over their subordinates. There are planters who think that the "collatarал advantages" which they offer to the ryots are quite sufficient to keep the ryots in content. But we believe no amount of loan-giving and medicine-giving would secure the good will of the ryots, if the indigo crop is not made remunerative to them.

——ooo——

Regarding the alleged attempt of two Europeans to outrage a fe male compartment in the N. B. State Railway, the *Hindoo Patriot* has received the following letter :—

"Two Europeans were travelling in another compartment occupied by the ladies and flung a cigar at them. The eldest of the boys about 15 in the reserved compartment protested against this unseemly conduct and the offenders withdrew their heads. But they did not seem to desist, for they were afterwards seen to walk up and down the verendah of the carriage opposite the reserved compartment; the ladies thought that they intended to enter the compartment, and so they held the door fast from inside. On the train arriving at Chomrassa the youth above mentioned got out and applied to the guard, a European, for help protection. When lo! the two Europeans in qnestion alighted and one of them committed a violent assault upon the unoffending youth. This was done in the presence of the Guard, who did not move his little finger to prevent the outrage. When the train arrived and Domairhaut one of the two Europeans who it is said is a supervising officer of the Railway, threatened that he would take a fresh ticket and occupy the ladies' compartment. He was however prevented from giving effect to his threat by the interference of the Travelling Audit Inspector and the Station Master, both natives. The travelliug Inspector further voulunteered to put hinself in the verandah opposite the ladies' compartment to keep guard until the arrival of the train at Julpiguri. On the arrival of the train at Julpigoree the head of the family a Government officer holding a respectable appointment at that station gave information of the occurrence to the Station Master and Goods Clerk and asked the Guard to give the names of the offending parties, but the latter gave evasive answers. The Station Master and the clerk having satisfied themselves of the truth of the statement had the accused identified by the boy who had heen asaulted, and they then asked the boy to make a written complaint. In the meantime the guard ran to the Railway Bungalow hard by to fetch the engine driver to carry away the accused. So when the Station Master and the Goods Clerk entered the compartment occupied by the accused, both the Guard and engine driver entered also. about the assault and the in[sult] to the ladies. He not only confessed what he had done but retored that he would assault them should they interfere. At the Julpiuguri Station with the native gentlemen above referred to came another native gentleman, who remonstrated with the people, who were apparently concerting a plan for escape of the culprits, and the result was that he was violently assaulted by the principal offender assisted by the guard and engine driver, who seized the vicitim by his arms. The injured parties were left to groan under the wounds received and the culprits beat retreat to their quarters with flying colors. The last vicitm is in the way of recovery through the humane exertions of the Civil Surgeon and the Native Assistant Surgeon. The case is under trial.

——ooo——

The *Bombay Gazette* says :—"We transferred to our columns the other day a remarkable article from a Calcutta native paper in which Mr. Moorarji Gokooldas, a well-known mill-owner of Bombay, was held up to public admiration on the ground that that gentleman detested everything foreign, and even burns native fire-wood in his mills at a great loss to himself rather than use English coals." The writer in the *Gazette* then goes on to relate that he with several hundreds of European gentlemen was present at an evening party given by Mr. Moorarji, and there he saw English gas, and oil *butties*, English pictures and native pictures, native sweetmeats and foreign wines, and "to crown all" continues the *Gazette*, "there was in the English room a large English piano, and, while in another room a company of native actors performed a Hindoo drama, here English professional musicians entertained the company with charming English and Italian songs" The writer of the article in the *Patrika* would have preferred to use a softer expression than that Mr. Gokooldas detested, everything foreign. But the meaning is plain and our contemporary only twists the meaning of the expression when he attempts to contradict our statement by mentioning that Mr. Moorarji used English gas and English wine. He might have as well pointed out that Mr. Gokooldas acquiesced in a foreign Government! He invited Englishmen, and tried to entertain his guests in the way that would please them best. Our contemporary further says: "Even the story about the fire-wood is open to the simple explanation that it is cheaper to burn fire-wood than coal at Sholapore." The writer of that article saw heaps of fire-wood in Mr. Moorarj's Bombay mill, and there they were as a substitute for coals. If Mr. Moorarji was held up to public admiration, it is because, according to the writer, men like him, are at present most needed to arrest the annual drain which is impoverishing india, and creating famines.

——ooo——

From an advertisement, inserted above, it would appear that the technical college, projected by the Indian League, is to be opened in January next. If there is one point in which the people of the country and their alien rulers are agreed, it is the necessity of such an institution. The government of Sir Richard Temple felt the need of such an institution, when hard-pressed by native applicants for service in the State. The number of applicants increased so rapidly, that the government even apprehended political danger from it. It was proposed therefore to find other means of livelihood for the teeming millions of educated men, starving for want of employment. This proposal of Sir Richard Temple was enthusiastically taken up by the people, who saw the immense advantage of technical training, in a country, where not only are the higher employments under the State monopolized by a favored class, but the indigenous manufactures destroyed by foreign competition. To compete with foreigners successfully in this respect, it is essential that we should have trained men of our own, whether as mechanical engineers or manufacturing chemists.

Lord Lytton, it appears, came with the same idea from home, and his first public utterance was to that effect. His Lordship has since then urged the same repeatedly, and his utterances found a cordial response in the hearts of the millions, as expressed through the medium of the press. It has been urged often and often, whether here or in Bombay or Madras, that to regenerate India, to find employments for her teeming millions, to develop the resources of the country, to arrest the drain which is impoverishing the empire, the one thing necessary now, is to start an institution for technical education. Such a college is to be opened in January next, not in a perfect state, but on a scale sufficiently large to meet the requirements of an infant institution. It will flourish if the government which is so earnestly advocating its necessity, and the public who are so clamorous after it, lend a helping hand. It will languish if they offer a half-hearted sympathy, and die if they neglect it altogether. The College owes its existence to the exertions and benevolence of many, but prominent amongst them we must mention the names of the munificent donors, Roy Bahadoors Lachmiput and Dhanput Sing, Rajas Harish Chandra and Shyam Shankor, and Babu Brojendra Kumar Roy. It would however be unjust not to mention here, that had it not been for the disinterested and incessant labours of Babu Brojendra Kumar, the College would have never seen the light. If this institution succeeds in its object, it will be a marked epoch in the history of India. It is a call to our educated youths, [who] are p[ining for] want of employment, to co[me f]orward, and w[e] hope, for the sake of our country, the call will be responded to from all sides.

——ooo——

A MILITARY MAGISTRATE.

The prevailing belief of Englishmen in India is that they are fit for every thing. We do not know what opinion they hold of themselves in their own country, the continent of Europe, or in America; but in India all Englishmen are agreed on one cardinal point. That an all-wise Providence ha[s] created them with a universal genius, which enable[s] them, not only to do anything they are entrusted with, but to do it better than others, however qualified the others may be to deal with it. The writer of this had once the imprudence of finding fault in the Bengalee of a Civilian Judge, from whom he expected aid in a certain cause. The Judge wrote the word, Calcutta, in Bengallee with the "ta" hard, and the writer pointed out that the letter ought to be the "t" soft The writer was not only told that his knowledge of Bengalee was very superficial, but he lost the patronage of the high official. That story of the Moonshee, who corrected the *Urdu* of his Civilian pupil, is well-known. The Moonshee insisted that the grammar of his pupil was wrong, and was prepared to prove his assertion by a reference to classical works, but the Civilian pupil was not to be daunted in that way. He discussed for a while, but when hard pressed, he threatened to knock down the Moonshee. Such a convincing argument at once silenced the imprudent teacher.

It may seem preposterous that an Englishman should discuss with a Moonshe on a point of grammar in *Urdu*, and a man from whom he was taking his lessons. But then let it not be forgotten that the English conquered India by force of arms. It is natural that they should feel that, they have a right not only to tax us at their pleasure, but to find fault with the grammar of our own language. From this feeling it must be that, Sir George Campbell abolished the Urdu language and created the Assamese. These orders, of course, though backed by sixty thousand bayonets, could not be carried out, but what of that? The order is on record and as also the command of Canute to the waves of the ocean to roll back. The only difference is that, while one joked the other was quite serious, but yet Canute never conquered India and he could never knock down his Moonshee at his pleasure. A pupil, who has the consciousness of possesing the power of knocking down his Moonshee whenever he chooses, naturally suspects the scholarship of his master, and fully believes in his.

A "poor white" complains in a paper that he sought employment but found it not. He sought to be a railway guard but there was no vacancy. In the forest department there was no opening, niether in the accountant department. He wanted to be a clerk with no better result, and the consequence was that he was starving. He naturally thought that being an Englishman, he is fit for everything that he may be entrusted with to do. Magistrates, who have spent the best portion of their lives in the Executive Department, are suddenly transferred to the judicial line to hear appeals from natives, who have been trained in the judicial service. This is no doubt done in the belief that, all Englishmen in India are possessed of a universal genius, it is, all the same to them whether they are trained or not. So all Magistrates in India do a little of engineering, and find faults with estimates furnished by professional men. They are Englishmen, and that in itself is a sufficient test of their being qualified to handle a pen, a chisel, a lancet, a chain, or a rod. Mr. Tweedie, the Post Master General of Bengal, wanted a transfer and he w[as] posted in a district as an Additional Judge. [It] may not be clear at the first sight, what connectio[n] there is between the duties of a Post Master and those of an Additional Judge, but to a genius which is universal the distinction disappears like smoke before a blazing fire. So Mr. Westland was transferred from the District Magistracy to the Account Department, and Mr. Heeley from the Judicial line to the Inspector Generalship of Jails. And Lieutenant Wilson was made to leave his corps, and to take Magisterial duties in Caroor, some thirty miles distant from Bellary, in the Madras Presidency.

Lieut Wilson went there as a relief officer, and being an Englishman, and therefore a universal genius, was entrusted with Magisterial functions. We had only lately occasion to notice how he carried his magisterial duties, but many things have appeared against him since then. There is a grim humour in all his alleged doings, which cause us much amusement as indignation, for there is a humour in the spectacle of a military officer, of youthful zeal and fitful temper, entrusted with magisterial powers, sending people to jail right and left. It may not be a pleasing sight to see Jack in Lalbazar Street, pelting stones at the passers by, and driving crowds before him, inflicting wounds right and left,—and sometime dangerous wounds—and all the while feeling that he was then in his glory; but the picture has also a humorous aspect. We have already published the case of the farmer and his son. The reddy who is Lieut. Wilson's

...r go... ...ce agaist him in the Civil Court. The reddy the... ...n brought a charge of "insult" against the farmers in the martial Magistrate's Court. A warrant and not summons was issued, for, to military notions, summons is rather dilatory and somewhat unsafe. Then, says the *Bombay Times*, "Mr. Wilson heard the evidence for the prosecution for an hour, but he declined, it is said, to hear that for the defence at all.' Why should he hear evidence for the defence if he was already satisfied by that of the prosecution of the guilt of the defendents? Is not Lieut Wilson the Magistrate of Caroor? Is not Mr. Wilson a military man, and does not his profession teach him never to give the enemy an opportunity of defence?

But the humor disappears when it is contemplated that the old farmer was sentenced to six and the son to one year's rigorous imprisonment, and the former, who was in a sickly condition, died shortly after his admission to jail.

Several petitions have been presented to the Madras Government against the doings of Lieutenant Wilson. In one of these petitions, he is described as a "tiger." Now the question might be asked, how it is, if the military Magistrate is really a tiger that the people dared to bring complaints against him? The answer is not far to seek. Nature, to provide for the safety of the innocent from the attacks of destructive creatures, has adopted various means, and the British Government has now and then followed the precepts furnished by nature in governing India. Whether Lieutenant Wilson is a tiger, tiger-cat, cat, or a mouse, heaven knows best; but that there are man-tigers in India, with Magisterial functions, there is no doubt. But the merciful British Government keeps these tigers confined in a cage, though the cage may be large, generally larger than an ordinary English County, beyond which these "tigers" may not go. These petitioners went beyond the range of Mr. Wilson's depredations; in short they left the jurisdiction of Mr. Wilson and settled at Bellary before they dared to raise any complaint.

The petitioners charge him with almost all the serious crimes comprehended in that most comprehensive of all Codes called the Criminal Procedure Code, from man-slaughter to stealing and robbery. A man has stones and stone pillers in his possession, and the Magistrate wants them. And what does he do? He adopts the simplest of all methods; he orders his men to take them away. The possessor of this property objects to this arrangement and demands Rs. 300 Mr. Wilson pays him Rs. 36 and asks him to go away joyously. One petition says: "Rushan Ali Khan, the confidential agent of Mr. Wilson and the village reddy were in the habit of exacting articles from the shop-keepers without paying any price for them." Another says: "Rushan Ali Khan sent an order in the name of his master (Mr. Wilson) to supply fifteen fowls for Mr. Wilson's private use," and when the price was demanded he said that he "would pay them with a dozen each" for the fowls, we believe dozen lashes were meant. The same petition says: "when the famine was at its height and not a blade of grass was procurable for love or money, except in gardens which were few and far between; about fifty or sixty famine coolies were sent every day with peremptory order to dig up the grass wherever it was found regardless of the injury that might be done to the crops and vegetables." And when the servant of the petitioner objected to the practice, he was well flogged and kept in custody for three days.

Now if all these allegations were true, Mr. Wilson might reasonably urge that he was a relief officer, and was bound to afford relief to whoever wanted it. From the commandment, "Thou shalt commit no murder" the divines argue that suicide is prohibited by it. For the commandment is sufficiently comprehensive to include one's own self. So when the Indian Government commanded Lieut. Wilson that "thou shalt give relief to whoever needs it," the power given to him was absolute and comprehensive. Now Mr Wilson himself might have wanted relief like others, and he was bound to obey the instructions of his masters. As the poet said of a godly man:—

A kind and gentle heart he had,
To comfort friends and foes:
The naked every day he clad,
When he put on his clothes.

One petition alleges that a respectable merchant worth about 25,000 Rupees, was asked to furnish grains for the relief paupers. The merchant could not comply with the request, simply because he was not a dealer in grain and had none to spare. Rushan Ali carried this man, who was an old man of 60, to the tent of Mr. Wilson; where, it is said, "he lashed him with his hunting whip and gave him about 10 cuts." One might think that this was rather unreasonable on the part of Mr. Wilson to whip a man for doing no offence. But then we have been taught, and have observed it too, that negatives and positives attract each other. A knife at once becomes surcharged with positive electricity as soon as it comes in the hand of a boy, and everything that comes across him becomes negatives. A whip in the hand of a young Englishman becomes positive at once, and the bare back of a native a negative if ... other.

One complaint raised by all the petitioners is, Mr. Wilson's supreme dislike to give copies of records. The people might be rotting in the jail, but it is impossible to move Mr. Wilson to give copies. If this allegation be true, we believe Mr. Wilson's education has something to do with it. Mr. Wilson is a military, and in military tactics, mum is the word. Why should he disclose State propers? Has not Mr. Wilson read in Newspapers the stringent orders of Government on the subject? And what did Lord Derby say the other day, when besieged by the Turkophils to disclose what he was about? Lord Derby said that his position was different from those who besieged him. They might ask him anything, but he must take care what he disclosed, for his utterances would be the subject of comment all over the world. And the position of the petitioners and that of Mr. Wilson were different. They might ask for copies but he could not be too careful to withhold them. For they might be the subject of discussion all over India!

The petitions have been published by the *Madrasee*; we shall in our next try to make room for them. It is alleged by the petitioners that Mr. Wilson has succeeded in depopulating the area under his jurisdiction. If this be true, he must have achieved wonders, greater than those done even by Clive and Hastings.

——ooo——

THE POONA ARBITRATION COURT MEMORIAL.

The reader is already aware that the new stamp bill proposes to vastly enhance the stamp duty on awards of arbitration and applications to file awards. Under this bill these charges will be increased to 20 per cent. This heavy duty will make private arbitration as costly as a regular suit in the Civil Courts; and will leave no inducement whatsoever for the private settlement of Civil suits. We are very glad that the members of the Poona private Arbitration Court, and other inhabitants of Poona, have already moved in the matter and submitted a memorial to the Governor-General, praying that the proposed changes enhancing the duty on awards and on applications to file awards may not receive the sanction of His Excellency.

India is immensely indebted to the people of Poona for their movement for the establishment of private Arbitration Courts. The movement commenced about two years ago in the small Talooka town of Indapoor in the district of Poona. The want of such Courts was so generally felt, and the existing law was so favorable to their establishment that, in two years private Arbitration Courts have been established in the Zillah towns of Poona, Sholapoor, Sattara, and Tana districts, branch Courts have been established in the Talooka towns of Indapoor, Supe, Karmale, Saswada, Talegram, Kheda, Junnar, Kerjut, Kalian, and Wai. The Poona Arbitration Court commenced its work in January 1876. At a public meeting of the inhabitants of Poona, a Committee of 82 gentlemen, representing all classes of the population, was appointed as a Board of Judges. Private suitors are allowed to choose any one or more out of this number to arbitrate upon matters referred to them. The Arbitrators sit by rotation, and get no remuneration for their voluntary labours. Nearly 3,000 suits during the last two years have been disposed of by private settlement in the Poona Arbitration Court.

The history of the past legislation on this subject, as given by the memorialists, cannot fail to be interesting. The system of private arbitration by means of punchyats was under the Maharatha administration the rule, and not the exception. All civil differences were settled by the village or caste or trade punchyats, to whom the matter was referred by the parties themselves, or by the Government officers. It was in very rare cases that stipendiary officers were engaged to dispense justice. Nor was this system confined to the Maharatha country. The ancient indigenous village of India, that rural self-governing commune which has existed through wars and revolutions and the changes of many native dynasties, is too well known to need description here. Such village communities still subsist in the hilly countries attached to Bengal, but in the plains of Bengal and Behar the communal constitutions seem to have been very much weakened with the advent of the British rule. This system was, however, continued in the early years of British rule. Down to 1827, civil suits were always referred to punchyats by the officers of Government, whose functions solely consisted in sanctioning and executing the awards made by the arbitrators. When the Code of 1827 was framed, the principle of private arbitration was deemed to be of sufficient importance to require a separate Regulation (Reg. VII of 1827.) The preamble of this Regulation avows the great desirability of encouraging amicable settlement of civil disputes. It made it compulsory upon all Officers of Government to accept the duty of arbitration. The deed of reference or *rajinama* was exempted entirely from stamp duty, and the arbitrators were empowered to adopt such mode of enquiry and proof as appeared to be most conducive to the ascertainment of truth, ... the Civil Courts were required to ... assistance in enforcing the attendance of witnesses before the arbitrators. The awards were also exempted from stamp duty, and when filed in the Civil Courts, they had the force of decrees, and were final. These exemptions and privileges continued till Act VIII. of 1859 were passed, which repealed the old Regulation. Private arbitration having been deprived of the assistance of the Courts in enforcing the attendance of witnesses, and the obligation upon Government Officers of accepting the duty or arbitration having been removed, the principle of private settlement fell into comparative neglect. Considerable encouragement, however, was held to the private settlement of disputes by section 98 of the Code, which permitted the plaintiff to recover the whole of the stamp duty paid by him, if the dispute was privately settled before the issues were framed, and half the stamp fees, if the settlement was made after the issues were framed. No duty was levied upon awards, and the stamp on application to file awards was one anna and eight annas only. Successive Stamp Acts have still further narrowed the old exemptions. Act X of 1862 repealed section 98 of Act VIII of 1859, and allowed a refund only of half the duty in all cases of private settlement. This limited indulgence also was abolished by Act. VII of 1870, which allowed no refund in any case. Arbitration awards were first subjected to stamp duty by Act XVIII of 1869, 1 Schedule Section. 22, which is the law at present in force.

It will be seen from this review of the past legislation on the subject, that private arbitration has been successively discouraged during the last twenty years, till the private settlement of disputes, which at one time was the universal rule, has now become an exception. The comparatively lower charges imposed upon private arbitration by the present Stamp and Court Fees Acts have however encouraged during the last two years, in Bombay at least, the revival of the old punchyat system, and it would be, as has been justly observed by the memorialists, a national misfortune, if just when this revival is taking place, any measures of Government succeed in arresting it, and obliging both the creditors and indebted ryots against their wishes to seek compulsory resort to the Civil Courts.

There are no two opinions that the punchyat system is eminently suited to the tastes and habits of the people of this country. Whether in the present time or in days of yore, its usefulness is admitted by all. Its decisions are accepted with greater confidence than the most elaborate judgments of our modern courts, and for this reason. The members of the punchyat are thoroughly acquainted with the litigants; their general character, antecedents and domestic histories are entirely known to them from their infancy. It is impossible to attempt to deceive the members with flimsy lies which are so boldly and successfully thrust upon English judicial officers. They are on the spot and are consequently able to get at the bottom of every case brought before them. The punchyat when deciding a case therefore approaches it with enormous advantages over English tribunals. But the principal advantage which the punchyats have over the English Courts is their unofficial and unpaid services. This not only inspires the people with confidence in their impartiality but saves them from a ruinous cost of litigation. We cannot do better than quote the following opinion of Mr. Boswell, the Collector of Ahmedanagger, on the subject, which the memorialists have very appropriately embodied in their memorial:—

> The idea may be considered antiquated, but I nevertheless strongly hold that much might be done towards this end by using the old native method of settlement of disputes by Panchyat, and I have little doubt that the plan would soon become again popular. Had we followed Mount Stuart Elphinstone's advice, we should never have done away with this practice." Another distinguished Member of the Bombay Civil Service Mr. Wedderburn observed on the occasion of a speech he made at the inauguration of the Tanna Arbitration Court, that "he had always been strongly in favour of Arbitration, which appeared to him to be the most reasonable and civilized way of settling disputes. The method is particularly suited to India, for it is in accordance with the good old custom of the country, the Punchyets being one of the oldest Indian institutions. Decisions by Punchyets tend to economy, and that is no small recommendation where the people are poor as in this country. And amicable settlement tends to the happiness of the people, healing quarrels among families and between neighbours."

We hope Lord Lytton will be graciously pleased to accede to the prayer of the memorialists. He has shown great consideration to the memorial of the Trades Association, by determining not to press the proposed change in the law, reducing the limit for which stamps are required from twenty rupees to ten; consequently, receipts for sums less than twenty rupees will still require no stamp. We trust the same consideration will will be shown to the Poona memorialists, for the cause they are memorializing upon is a most sacred one, and it will bring ineffable disgrace upon Government, if, for a paltry gain, it lays axe at the root of a beautiful institution which has done no small good to the people, and is calculated to do a great deal more.

——ooo——

...ন্টিনোপোলে যাওয়া রুশদিগের পক্ষে অতি সহজ ...।” প্লেবনা রুশদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু ...ড্রিয়ানোপলে তাহারা এখনো প্রবেশ করিতে পারে ...।

—০:০—

এই রূপ রাষ্ট্র যে ইংলণ্ড যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। ...রা এড্রিয়ানোপোলে গমন করিয়া যদি সন্ধি স্থাপন ...ন ভালই, নচেৎ তাহারা যদি কনেষ্টেণ্টিনোপোল ...খে যাত্রা করেন তবে ইংরাজেরা অস্ত্র ধারণ করি-...। ইংরাজদিগের অস্ত্র ধারণ করার সুযোগ গিয়াছে। ...রা ইচ্ছা করিলে হয় ত তুর্কিকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ...ন স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন হয় ত ...দের এ কার্য্যে হাত দেওয়া না দেওয়া সমান হইবে। হয় ত তাহারা এখন ইহাতে হস্ত ক্ষেপ করিয়া আপনা-দিগকে আরো গোলযোগে নিক্ষেপ করিবেন।

—০—

...নাগা পর্ব্বত হইতে ১১ই তারিখে যে সম্বাদ আইসে ...হাতে প্রকাশিত হয় যে, নাগারা এখনও অনুগত হয় ...ই। তাহারা যদিও দিনের বেলা কোন রূপ উপদ্রব ...র না, কিন্তু রাত্রে তাহারা গোপনে গুলি করে। ১৪ই ...রিখে তারের সম্বাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারা বন্দুক ...ড়িয়া ত্যক্ত করিতেছে না।

—০:০—

... তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে জোয়াকিদিগের অধি-...ই ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পরাস্ত মানিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এই বিষয় সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত জম্বুতে ৮ই তারিখে তাহাদের একটী সভার অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল।

—

ইংলিশম্যানের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, এই রূপ রাষ্ট্র যে বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কার্স রুশিয়দের হস্তে পতিত হয়। তুর্কেরা সংকল্প করিলে রুশেরা তথায় প্রাণান্তে প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

বিজ্ঞাপন।

“অব্যর্থ সন্ধান।”

ম্যালেরিয়া নিবারক বহুতর ঔষধি প্রচার হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কোনটীও বিশেষ ফলোপধায়ী নহে। এক ব্যক্তির প্লীহা, যকৃতের সহিত কোষ্ঠ বদ্ধতে যে ঔষধি, ...ন্য ব্যক্তির তৎসহ উদরাময়াদিতেও সেই ঔষধিই ...য়া হয়। সে কারণ অনিষ্ট হয়। অনেক গুলিন ...দ্রলোক পুরাতন জ্বর, প্লীহা যকৃতের চলিত ঔষধি ব্যবহারে হতাশ হইয়া, এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হওয়ায় “অব্যর্থ সন্ধান” নামে ইহা প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। ঔষধটি ভাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধি ভিন্ন। তৎসমূহ অবগত হইয়া ঔষধি দিব। এক সপ্তাহের মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীব্রজধন বন্দ্যোপাধ্যায়,
ভাটপাড়া, নৈহাটী।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, জিলা বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসি গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রসাধ্য ও ঔষধ সাধ্য ব্রণাদি রোগচিকিৎসক ৺বিষ্ণুহরির বংশজ আমি মহানগরী কলিকাতার শোভাবাজার নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ৪নং বাটীতে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছি। পৃষ্ঠাঘাত, ওষ্ঠব্রণ উরুস্তম্ভ, ভগন্দর, অর্শ, নালিঘা, উপদংশ, বিদ্রুধি ইত্যাদি উৎকট রোগ আমা কর্ত্তৃক অতি উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত পারদ ঘটিত রোগের অতি উত্তম তৈল এবং সেবনীয় ঔষধ, ও প্লীহা, যকৃৎ রক্তআমাশয়ের অতি উত্তম অবধৌতিক ঔষধ আমার নিকট আছে। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা-মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ললিত চন্দ্র সেন তথা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তথা শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু, বেঞ্চক্লার্ক ও হাটখোলাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সমীপে আমার ও আমার বংশের চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবেক।

শ্রীহরমোহন দাস ডাক্তার।

কাছাড় নেটিভ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি লিমিটেড।

যথা নিয়ম রেজেষ্টেরি হইয়াছে। মূল ধন ১০,০০০০ টাকা ৩২০০ অংশে বিভক্ত, যথা ২৫ টাকা মূল্যের ১৮০০, ৩০ টাকার ৫০০, ৪০ টাকার ৫০০, ৫০ টাকার ৪০০ অংশ, তন্মধ্যে ২৫ টাকার স্বাক্ষর এবং ৩০ টাকার ৫০ অংশ বিক্রয় হইয়াছে। সম্প্রতি ৩০ টাকার বক্রী ৪৫০ অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে।

এই কোম্পানি আপাততঃ কাছাড় কাটাখাল নদীর পারে একটী চা-বাগিচা খুলিয়াছেন। ঐ বাগিচা কেবল দেশীয়দিগের সম্পাদিত সুতরাং ইংরেজদিগের বাগিচা অপেক্ষা ইহাতে ব্যয় সংক্ষেপ। অধ্যক্ষগণ অনেকে পূর্ব্বে ইংরাজের চা-বাগিচার কার্য্য করিয়াছেন। ৭০০ একার ভূমি ইহার ১৫০ একার আবাদ হইয়াছে। আগামীতে আরো ১৫০ একার বৃদ্ধি করা হইবে। এই বৎসরে ৫১॥ মণ চা প্রস্তুত হইয়াছে, চারার অবস্থা উত্তম, এই বাগিচা কিরূপ চলিতেছে হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত বাবু জয়গোবিন্দ সোমের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যাইবে। বিস্তারিত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে জানিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত,
সেক্রেটরি—কাছাড়।

Wanted an educated gentleman to superintendent Zemindarees, Indigo Factories &c., Apply to P. C. R. Chundipore Via., Koorulgatchi.

Wanted three (3) Inspectors and some vaccinators in the districts of *Purneah* and *Maldah*. The pay of Inspectors is Rs. thirty (30) and Rs. twenty (20) for working and recess seasons respectively and that of vaccinators is Rs. ten (10) and Rs. six (6) for the two seasons.

Applications with copies of testimonials to be forwarded to the undersigned within a fortnight after the date of publication.

Narendra Nath Gupta.
3rd Grade Assistant Surgeon.
Deputy Superintendent of Vaccination.
Darjeeling Circle.
PURNEAH.
Purneah, the 21st December 1877

অত্যাশ্চর্য্য বেলুন আরোহণ।

ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের এবং ক্রিষ্টাল প্যালেসের প্রসিদ্ধ বেলুন আরোহণকারী জোসেফ সিমন্স লিন সাহেব তাঁহার প্রকাণ্ড বেলুনে আগামী ১৮৭৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর শনিবারে ১০ নম্বর নর্দ্দার্ণ সারকুলার রোডের সম্মুখে ও গ্যাস ওয়ার্কের নিকট যে প্রশস্ত ভূমি আছে তথায় আরোহণ করিবেন।

লিন সাহেব এই এক বার ভিন্ন আর কলিকাতায় বেলুনে আরোহণ করিবেন না।

প্রবেশ করিবার টিকিটের মূল্য এক টাকা মাত্র।

১ লা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে যে বেলুন উঠান হইয়া ছিল এবং যাহা সমুদ্রে পতিত হয়, লীন সাহেব সেই বেলুনে আরোহণ করিবেন।

বেলুনে বেলা ১২টার সময় গ্যাস পুরিতে আরম্ভ করা যাইবে এবং এই সময় সাধারণের গমনের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। বেলুনে গ্যাস পোরার প্রক্রিয়া অতি মনোহর।

বেলা ২॥ আড়াইটার সময় বেলুন শূন্যমার্গে উঠিবে।

অতি উত্তম পানীয় দ্রব্যাদি দর্শকদিগকে দেওয়া হইবে।

এক দল ব্যাণ্ড অনবরত বাদ্য করিতে থাকিবে।

সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত এক টাকা মাত্র প্রবেশের মূল্য দিতে হইবে।

বাঙ্গালা ঘরের উপরে পাঁচ টাকা মূল্যের কতক গুলি রিজার্ব করা চেয়ার থাকিবে।

জেরুজি লামে মেস্রুয়ার্স বার্কেনিওঙ্গ ও জে ...সাহেবের নিকট টিকিট পাওয়া যাইবে।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

১৯শে ডিসেম্বর। যুদ্ধের গোলযোগের নিমিত্ত এবার ১৭ই জানুয়ারিতে ইংলিশ পালিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইবে।

প্রিন্স মিলান আলেকিসনেটজে উপস্থিত হইয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইলে ইংলণ্ডের সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইবে। ইংলিশ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মতে অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মেনী রুশিয়ার স্বার্থ সমর্থন করাতে ইংলণ্ডের যত বিপদ রুশিয়ার জয়লাভে তাঁহার তত বিপদ নহে।

২০শে ডিসেম্বর। সার্বিয়ার সৈন্যরা ত্রামোর অধিকার করিয়াছে রুশ সৈন্যরা সোফিয়া অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। রুশিয়া হইতে নূতন সৈন্য সমুদয় বলগরিয়াতে উপস্থিত হইতেছে। ত্রামোরে তুরুকদের যে সমুদয় সৈন্য ছিল তাহা হটিয়া নিস্কেতে আগমন করিয়াছে রষ্টচকের বিরুদ্ধে যে সৈন্য দল নিযুক্ত আছে তাহার কর্ত্তৃত্বের ভার জেনারেল টডেলবনের উপর অর্পিত হইয়াছে। তুর্কেরা বার্কোবাটজ নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং রুশেরা উহা অধিকার করিয়াছে। তুর্কেরা হটিয়া সোফিয়াতে গমন করিতেছে। রুশিয়াতে নূতন ৬০ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে।

২১শে ডিসেম্বরে। সুলতান ইউরোপীয় রাজাদের নিকট যে আকারে মধ্যবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন তাহা প্রচুর বোধ না হওয়াতে নিস্ফল হইয়াছে। কনেষ্টেণ্টিনোপোলে জর্ম্মেনীর যে প্রতিনিধি আছেন তিনি তুর্কির সুলতানকে রুশিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অতিশয় তুষার বর্ষণ হওয়াতে বলকনের যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। টাইমস প্রকাশ করিয়াছেন যে সলিমান পাশা এড্রিয়ানোপোলে গমন করিতেছেন। তিনি রোমলিয়াতে যে তুর্ক সৈন্য আছে তাহার কর্ত্তৃত্বের ভার গ্রহণ করিবেন। সার্বিয় সৈন্যরা উইডিন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং অপর দিকেও জয়লাভ করিতে২ গমন করিতেছে। আর্মেনীয়াতে অতিশয় তুষার পতিত হওয়াতে রুশেরা আর্জ্জরুমে গমন করিতে পারে নাই। রুশিয় সৈন্যরা সোগানিলি নামক স্থান ছাড়াইয়া আসিতে পারে নাই।

২২সে। আর্মেনীয়া হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে বটমের দক্ষিণ ৫০ মাইল আড্রানচ নামক স্থান রুশেরা অধিকার করিয়াছে।

২৩সে। তুষারের নিমিত্ত বলগরিয়ার দক্ষিণে আপাতত যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। সার্বিয়া সৈন্যেরা বাবিন গ্লোবো নামক স্থান অধিকার করিয়াছে এবং অপর সার্বিয় সৈন্যেরা রুশ সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা উইডিন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আসিয়া মাইনরে রুশিয় সৈন্যেরা ওল্টাই অধিকার করিয়াছে এবং আর্জ্জরুমের নিকট ওটঝানাহামুদ নামক স্থানে সৈন্য একত্রিত করিতেছে। আর্মেনীয়াতে অতিশয় শীত পড়িতেছে।

সংবাদ।

—সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন, “যাহা হউক, ইনকম ট্যাক্স হওয়া যে স্থির, সে বিষয়ে আমাদিগের অবিশ্বাস জন্মিতেছে না। যেহেতু ষ্ট্রেচি মহারাজের অধিকার। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি গরীব না মারেন। তিনি মনে করিলে ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতেই কিছু কিছু অধিক হারে ট্যাক্স লইয়া অনায়াসে দরিদ্রদিগকে বাঁচাইতে পারেন। ধনীর দশ টাকা লইলে ধনী দুর্ব্বল হয় না। দশ কলসী জল তুলিয়া লইলে কি সমুদ্র শুকাইয়া যায়? ধনীর পকেটে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার কি সাহস হইবে না? আর একটী অনুরোধ এই, এ সময়ে মাঞ্চেষ্টরের মনরক্ষা করা না হয়। তৃতীয় অনুরোধ এই, আপৎকালে একটী বিশেষ ট্যাক্স করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু তাহাকে স্থায়ী করা উচিত নয়। আপদের শান্তি হইলেই যেন তাহা পরিত্যাগ করা হয়। চতুর্থ অনুরোধ ব্যয় সংক্ষেপের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে।”

—সাধারণী বলেন, “অধিক আয়ের বড় মানুষের উপর ইনকম ট্যাক্স বসাইলে হয়, গবর্ণমেণ্ট সাহেব শুভার ভয়ে তাহা করিবেন না। ষ্টাম্পের মাশুল চড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবেন। যেখানে এত দিন দুই আনা কাগজে লেখাপড়া চলিত এখন সেইখানে চারি আনা লাগিবে। কেবল চাসা গরিব লোকেই দু আনা কাগজে লেখাপড়া করিয়া দিয়া টাকা ধার করে; আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর প্রজাহিতৈষী সভ্য গবর্ণমেণ্ট সেই গরিব প্রজার গাত্রে এক বিষম দংশন করিয়াছেন। থতের কাগজের দাম প্রজাকেই দিতে হয়, সুতরাং এই বেশী দু আনা প্রজাকেই দিতে হইবে। এই রূপ একটী ইনকম ট্যাক্স চালাইলে এতক্ষণ চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। এ কেবল গরীব প্রজার উপর আঘাত পড়িয়াছে সুতরাং বাঙ্গালার সভা, কমিটী, মীটিং, মেম্বর সকলেই নীরব আছে। বিশেষ এখন বাঙ্গালার সভ্য জনপদের লোক সমস্ত রোগে কাতর, শোকে জরজর, বিষাদে মলিন। এ বৎসর বাঙ্গালার সভ্য জনপদ সকলের অতি দুর্বৎসর সুতরাং রোগ শোকের জ্বালা যন্ত্রণাতে লোকে রাজনৈতিক চর্চ্চা বিস্মৃত হইয়া আছে, সময় পাইয়া মহামতি ককরেল সাহেব শাণিত কুঠার উত্তোলন করিয়াছেন।”

—ষ্টেট রেলওয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বিলাতে ২০ জন ড্রাইভার চাহিয়া পাঠান এবং তাহারা বিলাত হইতে রওয়ানা হইয়াছে। যদি গবর্ণমেণ্ট সামান্য চাকুরি গুলিও এদেশীয়দিগকে প্রদান করিতেন তাহা হইলে ইহা দ্বারা এদেশের বিস্তর ভদ্র পরিবার প্রতিপালিত হইত, কিন্তু ইহার নিমিত্তও রাজপুরুষেরা স্বদেশ হইতে লোক আনয়ন করেন। বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এদেশীয়েরা রেলয়ে বিভাগের যে কোন কার্য্য সুচারুপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে পারে, সুতরাং এদেশীয় লোককে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের লোক আনিতে হয় একথা যদি তাঁহারা বলেন তবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

—মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ক্রমে হ্রাস হইতেছে। এখনও সেখানে ৪৭৩০০০ হাজার লোক গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। মান্দ্রাজে চাউলের বাজার ক্রমে নরম হইতেছে।

—আগামী বৎসরে মফস্বলের আদালত গুলি ৪৩ দিন বন্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন রবিবারে নিয়ম মত বন্ধ হইবে।

—এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে কেম্ব্রিজে স্ত্রীলোকে উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছে এবং তথায় স্ত্রী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে আগামী বৎসরে হাইকোর্টের দুই জন জজ অর্থাৎ জষ্টিস বার্চ এবং মরিস বিলাতে যাইবেন। এই দুই জনের স্থানে লফোর্ড সাহেব ও ম্যাকলিন সাহেবের নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

—মান্দ্রাজের দুঃখ এখনও অবসান হয় নাই। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে পতঙ্গপাল উপস্থিত হইয়া শস্যের অনিষ্ট করিয়াছে। আবার নেগাপত্তন হইতে পমবেন নামক স্থান পর্য্যন্ত ও পমবেনের পশ্চিমদিকে বরাবরি ভয়ানক দৈব দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক স্থানের রেলওয়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক স্থানের রেলওয়ে তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এবং অনেক স্থান একবারে জলে প্লাবিত হইয়াছে।

—মান্দ্রাজের উন্মাদ আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিয়াছেন যে, উন্মাদেরা সর্ব্বাপেক্ষা তন্তুবায়ের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগপূর্ব্বক করে। এমন কি, পূর্ব্বে যে সমুদয় উন্মাদ আদবে কোন কার্য্য করিত না তাহারা অনায়াসে তাঁত বোনে, আবার অনেক উন্মাদ এই কার্য্যটী আমোদ সহকারে নির্ব্বাহ করে।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করি যে ভুটানের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের একটী যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আশঙ্কিত যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ যুদ্ধটী ভুটানের রাজা ও ইংলিশ গবর্ণমেণ্টে হইবে না, কিন্তু ভুটানে আত্মকলহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের হয়ত রাজার পক্ষ সমর্থন করিতে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

—আফিঙ্গ হইতে এদেশের বিস্তর রাজস্ব সংগ্রহ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার এত বাধা ক্রমে উপস্থিত হইতেছে যে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহার প্রথম বাধা ইংলণ্ডের ধর্ম্মজ্ঞানী ইংরাজেরা। ইহাদের বিবেচনায় চিন দেশে আফিঙ্গ বিক্রয় করিয়া ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বিস্তর পাপ করিতেছেন এবং ইহারা ক্রমাগত যত্ন করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট এই পাপ হইতে বিরত হন। ইহার দ্বিতীয় বাধা চিন গবর্ণমেণ্ট। চিন সম্রাট নানারূপ তাড়না দ্বারা প্রজাদিগকে আফিঙ্গ ব্যবহার হইতে বিরত করার যত্ন করিতেছেন। ইহার চতুর্থ বাধা চিন দেশে আফিঙ্গের আবাদ আরম্ভ। আবার সম্প্রতি ইহার আর একটী বাধা উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোজাম্বিক প্রদেশে পর্তুগিজদিগের আধিপত্য। সেখানে ঝাম্বিসি নামক একটী উপত্যকা আছে। ঐ স্থানে অপূর্ব্ব অহিফেন উৎপন্ন হয়। সেখানে আফিঙ্গের আবাদ বিস্তার করিবার নিমিত্ত পর্তুগিজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, যাহারা সেখানে আফিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া চিন দেশে রপ্তানি করিবে তাহাদিগের ১২ বৎসরের নিমিত্ত শুল্ক লাগিবে না। গবর্ণমেণ্টের এই উৎসাহ বাক্যে এবং আফিঙ্গের চাষের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া অনেকে সেখানে উহার আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর একজন পর্তুগিজ গোপনে মালোয়ায় অবস্থিতি করেন এবং মালোয়ায় কি প্রণালীতে আফিঙ্গ প্রস্তুত হয় তিনি তাহা শিক্ষা করেন। তিনি কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত দেন না, মালোয়া হইতে কয়েক জন উপযুক্ত অহিফেন কৃষককে ও আফিঙ্গের আবাদের অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাদের দ্বারা আফিঙ্গের চাস আরম্ভ করেন এবং এই রূপ রাষ্ট্র যে সেখানে অপূর্ব্ব আফিঙ্গ হইয়াছে। যদি প্রকৃত সেখানে ভাল আফিঙ্গ উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এখন আফিঙ্গের দ্বারা যে আয় করিতেছেন তাহা বিস্তর কমিয়া যাইবে।

—ইষ্ট নামক ঢাকার এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তুরুক যুদ্ধ দ্বারা ঢাকাবাসী তাঁতিদের ভারি কষ্ট হইয়াছে। ঢাকাতে রাসিকা নামক এক রূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহা তুর্কিতে রপ্তানি হইত ও তুর্কেরা ইহা দ্বারা পাগড়ি প্রস্তুত করিত, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের নিমিত্ত এ কাপড়ের রপ্তানি আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে।

—মাক গ্রেগরের মর্কদ্দমার পর অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আর এদেশে প্লীহা বিদীর্ণ হইয়া লোকের মৃত্যু হইবে না, কিন্তু ব্রিটীশ ব্লক দেশে আবার এই রোগে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এক ব্যক্তির আবার পদাঘাতে মৃত্যু হয় এবং ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্লীহা বিদীর্ণ হইয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

—তিন সের জলের সঙ্গে যদি দেড় ভাগ সাবান, দেড় ভাগ গঁদ এবং সোয়া পাঁচ ভাগ শিরিস মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা কাগজ ধৌত করা যায় তাহা হইলে সে কাগজে জল প্রবেশ করিবে না। বর্ষাকালে যদি এই কাগজে মোড়িয়া দ্রব্যাদি স্থানান্তরে পাঠান যায় তাহা হইলে মোড়া দ্রব্যে জল লাগিবার কোন সম্ভব থাকিবে না।

—শ্রীহট্ট প্রকাশ বলেন,—"হরগোবিন্দ দাস এক জন রাজমিস্ত্রি; তাহার অধীনে অন্যূন ২।৩ শত লোক খাটে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২।৩ শত লোক তাহাকে মানিয়া চলে, অতএব সে নিতান্ত অবজ্ঞেয় লোক নহে। আবদুল আজিজ নামক এক জন ধনাঢ্য মুসলমান রামচরণ নন্দি নামক এক ব্যক্তির উপরে অন্যূন সদর মুন্সেফিতে টাকার নালিশ করেন। হরগোবিন্দ সাক্ষী, যাহা জানে তাহাই বলিতে গিয়াছে। সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় বিচারকের পক্ষে তাহাকে "কত টাকা খাইয়া মিথ্যা বলিতে আসিয়াছ" প্রভৃতি আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত যাতনা দায়ক ও সম্যক অপবাদসূচক নিরস বিরস কঠোর কর্কশ বাক্যের আস্পদ করা এবং উচ্চ হাস্য সমাকুলিত উকিলব্যূহের তীক্ষ্ণধার শ্লেষ-শৃঙ্গাঘাতের যোগ্য ভূমি করিয়া তোলা নিতান্ত অন্যায় ও যারপর নাই অবিবেচনার কার্য্য।"

—উক্ত পত্রিকা আরো বলেন ঃ—"ইংরাজ, শূর একাধিপতি, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; ইংরাজ গৌরবান্বিত, প্রণংসিত, গর্ব্বিত; ইংরাজ দয়ালু, মুক্ত হস্ত, সভ্য, সদাশয়, ইংরাজ নৃশংশ, বদ্ধমুষ্টি কৃপণ, অত্যাচারী ও কুটল; ইংরাজ দেবতা, ইংরাজ দানব। ভক্তির আধার, ঘৃণারপাত্র। তাঁহারা উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। এখানে ইংরাজ মাথা তুলিয়া চাহিলে সকলের মাথা অবনত। এক হুকুমে অযোধ্যার নবাব নিপাত। বরদার সিংহাসনে যমুনা বাইয়ের প্রিয় পুত্রের অভিষেক; দিল্লী ছারখার, লাহোর কবলগত। হুঙ্কারে রাজগণ পদানত। ইংরাজের সমান কে? ভারতবর্ষর চতুর্দ্দিকে যে সকল স্বাধীন নৃপতি বাস করেন তাহারা ইংরাজের ভৃত্য হইতেও অযোগ্য; সুতরাং ইংরাজ কাহাকে ভয় করিয়া চলিবে? কাহাকে অনুরোধ করিবে? কাহার ভাল আচরণ দেখিয়া আপন স্বভাব সংশোধন করিবে? কোন রাজার প্রজা তাহার আপন প্রজা হইতে সমুন্নত, সৌভাগ্যযুক্ত এবং অনুৎপীড়িত দেখিয়া তাহাদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি মনোযোগ বিধান করিবে? এক রুশীয়া ভিন্ন নিকটে আর কেহই নাই। রুশীয়ার ভয়ে যে সকল আর্ত্তনাদী পলিটিশেয়ান ও ভীরু স্বভাবাপন্ন সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ "ভারতবর্ষ গেল২" বলিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছেন তাহারা নিতান্ত অবিবেচনার লোক সন্দেহ নাই। ইউরোপ খণ্ডে ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্স, ফ্রান্সের নিকটে প্রশীয়া, প্রশীয়ার নিকটে অষ্ট্রীয়া, অষ্ট্রীয়ার নিকটে রুশীয়া ও তুরস্ক, এই রূপ বৃহৎ২ রাজ্যের নৈকট্য থাকা প্রযুক্ত এক রাজ্য অন্য রাজ্য হইতে কিসে উন্নত হইবে, তথায় সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্প কিরূপ এক জাতির হইতে অন্য জাতির উৎকৃষ্ট হইবে তাহাই অহোরাত্রি চিন্তা; দেশ রক্ষা ও যুদ্ধোপকরণ কি প্রকারে এক জাতির অন্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাই বৈজ্ঞানিকদিগের উপাস্য দেবতা। কৃষি ও বাণিজ্য ধন বৃদ্ধি, সভ্যতা, সুখ স্বচ্ছন্দতা কাহার কত উন্নত বৎসরে তাহার তুলনা হইবে; এক রাজ্যের মস্তক হইতে যে চিন্তা কোন বিষয়ে সুফল প্রসূত না করিতে চেষ্টার পর চেষ্টায় হয় ত অপর রাজ্যের পরিষ্কৃত মস্তিষ্ক হইতে তাহার আবিষ্কার হইল। একে অন্যের দেখিয়া—একে অন্যের আবিষ্কারের উপরে সংস্করণ সম্পাদন করিয়া হয় ত মূল বিষয়টীর কতক উন্নতি সাধন করিল, পরে সকলে তাহা উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইল। কোন বৃহৎ সভ্য সাম্রাজ্য আমাদের নিকটবর্ত্তী না হইলে আমাদের ঐ আশা করা বৃথা। দেখা যাইতেছে রুশীয়া ভিন্ন অন্য কোন বৃহৎ রাজ্য আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না। রুশিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রুশিয়া হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের কোনও ভয়ের সম্ভাবনা করা বৃথা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জনবুলের নিকটে কসাক হারি মানিয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যা রুশিয়ান হইতে ইংরাজদিগের ভাল জানা আছে। সাহসও অধিক, ধনাগার অক্ষয়, যুদ্ধোপকরণ অপর্য্যাপ্ত সঞ্চিত ইংরাজদিগের। রুশিয়া দেউলিয়া—দেউলিয়া রুশিয়ার কখনই কুবের সদৃশ্য ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বল, সাহস, ধন ও যুদ্ধোপকরণ কিছুই নাই। ইচ্ছাও নাই। নিরর্থক তাহাদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট কম্পিত, রুশিয়ার পক্ষে আপন শরীর বাঁচাইয়া চলা দুষ্কর, তিনি এই অপ্রমিত প্রতাপশালী ব্রিটিশ সিংহের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইবেন এটি কখনই সম্ভবপর বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রশান্ত থাকুন। রুশিয়া মধ্য আসিয়া জয় করিবে, ইংরাজ তাহার বাধা দিবার কে? সুতরাং প্রশান্ত না থাকিয়াই কি করিবেন। তিনি যে আফ্রিকা জয় করিতেছেন তাহার বাধা কে দিতেছে? তবে তিনি কেন অপরকে বাধা দিবেন?"

—ইউরোপীয় এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইংলণ্ড যুদ্ধের নিমিত্ত যে একেবারে কোন রূপ প্রস্তুতনন তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। ইংলণ্ডের আর কিছু না থাকুক পাঁচ জন ফিল্ড মার্শেল আছেন। ইহা ছাড়া ১১৮৯ জন জেনারেল আছেন।

—পেশোয়ার ও ম্যাকিসন দুর্গের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসান সম্পন্ন হইয়াছে ও সার্ষসাতে যে রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে তাহাও অতি সত্বর সমাধা হইবে।

—এক জন পাদ্রি সম্প্রতি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে অসাধারণ শক্তি করিয়াছেন। তিনি সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া ১২ মাসের এই দ্বীপের ভাষা শিক্ষা করিয়া ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা প্রদা করিয়াছেন।

—কাবুলের আমির আজ্ঞা দিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্য হইতে মক্কাতে তীর্থ যাত্রা করিবেন তাহার তিন বৎসরের আগোয়া রাজ তিন বৎসরের নিমিত্ত পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিয়া যাই হইবে। যাহারা এই আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন তাহারা মক্ গমন করিতে পারিবেন না।

—ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত ফ্রিমেশনেরা বিলাতে নিজ বলম্বীদিগের উপাসনার নিমিত্ত তথায় একটী ধর্ম্মালয় স্থাপন করিবে ইহার নাম কাইসারইহিন্দ হইবে।

—কলোন গেজেট নামক এক খানি সম্বাদ পত্র মাস্কাও হইতে সম্বাদটী প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুদ্ধে য়ার পক্ষে ১৪ জন জেনারেল, এক জন ইম্পিরিয়েল রাজপুত্র, রা বংশোদ্ভূত চারি জন রাজপুত্র, ৬ জন রুশিয় প্রিন্স, এক জন পারস্য দেশের প্রিন্স, ১২ জন প্রুশিয়ান প্রিন্স, ১৬ জন কাউণ্ট, ২১ বেরন যুদ্ধে হত হইয়াছেন। তুর্কদের ঐপর্য্যন্ত ৪৪ হাজার লোক রুশ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছে, ইহার ১৬ জন পাশা এবং ৫০০শত রণকর্ম্মচারী। এতদ্ভিন্ন তুর্কির ৭০১টি কামান শত পতাকা, ২ খানি যুদ্ধ ও ৪ খানি বাষ্পীয় তরী রুশদিগের হস্তে প হইছায়ে। রুশিয়রা এ পর্য্যন্ত যে সমুদ্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়া তাহার মূল্য ১৪০ লক্ষ রুবেল হইবে।

—বাঙ্গালোরের এক খানি সম্বাদ পত্র লিখিয়াছেন যে গত দুর্ভিক্ষে জন কাফি প্লাণ্টার বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ ছিল সে পর্য্যন্ত তিনি মাসে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

—পঞ্জাবের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কোহাত পাশ অবরোধ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন।

—হারেম ফেরেল নামক এক জন পশু চিকিৎসক তহফীল ত এবং প্রবঞ্চনা করার নিমিত্ত আলাহাবাদের হাইকোর্টে উপস্থিত হয়। হাইকোর্ট কর্ত্তৃক তাহার কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে দুই বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

—জোয়াকিরা অদ্যাপি বোরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে আপনাদের গবাদি লইয়া অবস্থিতি করিতেছে। আহারাভাবে তাহাদের গবাদি সেখানে ক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহারা আপন মুখে স্বীকার পাইতেছে যে তাহাদের মধ্যে ৩২ জনের যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছে এবং অনেক লোক আহত হইয়াছে। তাহারা রাত্রে গোপনে ইংরাজদের সৈন্য শিবিরে গুলি নিক্ষেপ করে কিন্তু ইহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ করিবেন তাহা প্রকাশ হয় নাই। জেনারেল বস পেশোয়ারের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ইগারটন সাহেবের সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কথা তিনি ব্যক্ত করেন নাই।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে নয় জন জোয়াকি আমিরের নিকট সাহায্যের নিমিত্ত কাবুলে উপস্থিত হয়। আমির তাহাদিগের প্রতি অতিশয় তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে কোন রূপ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

—দুই এক জন জোয়াকি উপস্থিত হইয়া পেশোয়ারের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিস্তর যত্ন করিয়াছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে সম্মত হন নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বলিয়াছেন যে জোয়াকিদিগের সমুদয় জাতির যে ব্যক্তি প্রতিনিধি হইবে তাঁহারা তাহার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবেন।

—এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে এক জন ধনাঢ্য মুসলমানের সঙ্গে একজন ফিরিঙ্গিনীর বিবাহের কথা স্থির হইয়াছে। তবে মুসলমান ধর্ম্ম অথবা খৃষ্ট ধর্ম্মের রীতি অনুসারে এ বিবাহ হইবে এখনও তাহার স্থিরতা হয় নাই।

—ডারুইন সাহেবকে বোধ হয় অনেকে জানেন। ইহার মতে মনুষ্যের আদি পুরুষ বানর ছিল এবং ইহারা উৎকর্ষ দ্বারা মনুষ্য হইয়াছে। ডারুইন সাহেবকে সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয় ডাক্তার উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপাধি প্রদানের সময় যে গৃহে উৎসব হয় কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা তাহা বানরের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

—মিধাত পাশা সুলতানকে পত্র লিখিয়াছেন যে যদি ইউরোপীয় অপর রাজাদিগকে জড়াইয়া রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি না করিয়া তুর্কি শুদ্ধ রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন তাহা হইলে তুর্কির পক্ষে ভবিষ্যতে ভারি অমঙ্গল হইবে।

—আগামী এপ্রেল মাসে প্রুশিয়ার যুবরাজ এবং তাঁহার রাণী ইংলণ্ডে আগমন করিবেন এই রূপ স্থির হইয়াছে, কিন্তু আগামী এপ্রেল মাসের মধ্যে ইউরোপের কি দশা হয় তাহা বোধ হয় এখনও কেহ অনুমান করিতেও পারেন না।

—সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ব্রিটো নামক এক জন পর্তুগিজ নরহত্যা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে এবং এই রূপ রাষ্ট্র যে পর্তুগিজের রাজা ইহার প্রাণ ভিক্ষা কুইন ভিক্টোরিয়ার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছেন।

প্রেরিত

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের অবস্থা ।

গত ৫ বৎসরের মধ্যে একটী পল্লিগ্রামের অবস্থার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এই পল্লীগ্রামটীর নাম দাইহাট, কাটোয়ার দুই ক্রোশ নিম্নে ভাগীরথী তীরে সংস্থাপিত। এই গ্রামটী অতি বিস্তৃত এবং ইহা বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান। ইহা ভাস্করপাড়া, কুমরসাড়া, ছুতরপাড়া, সাঁকারিপাড়া, কাঁসারিপাড়া, প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়াতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক পাড়ার স্ব স্ব আখ্যাতি অনুসারে সেই শ্রেণীর লোকের বাস। [illegible] গ্রামের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় আর উন্নত নয়; পূর্ব্বে এখানে প্রায় ৫ শত ঘর লোক শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে দেশজাত দ্রব্যাদির আর তত আদর নাই। ধন সংখ্যাও তখন অধিক ছিল; প্রতি বৎসর হাজার২ টাকা বারোয়ারি পূজায় উৎসর্গ হইত; এক্ষণে ধন সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। দুই তিন শত শ্রমজীবি লোক অন্নাভাবে কলিকাতায় উঠিয়া গিয়াছে। অনেক ভদ্র লোক পূর্ব্বে তসর, কাঁসার বাসন ইত্যাদির কারখানা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে ঐ সকল ব্যবসায়ের শ্রীনষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদেরও আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী এংগ্লো ভার্ণেকিউলার স্কুল আছে; প্রতি বৎসর ৩।৪টী করিয়া বালক মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। প্রায় এক বৎসর হইল এখানে একটী হিতৈষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে; এবং প্রতি বৎসর ১৫ দিন অন্তর এই সভার অধিবেশন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সকলেই ইজার, চাপকান পরিয়া বাহির হওয়া লজ্জাকর বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে কেহ২ কাটোয়াস্থ ডেপুটী বাবু কর্ত্তৃক আহুত সভায়, হিতৈষিণী সভায়, ও অন্যান্য প্রকাশ্য সভায় ইজার, চাপকান পরিয়া যান। পূর্ব্বে এখানকার অতি অল্প লোকেই ঘড়ির ব্যবহার [illegible]নিতেন, এক্ষণে অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেই ঘড়ি, বিশেষতঃ সোনার চেইন ব্যতীত বাহির হন না। পাঁচ বৎসর অগ্রে যাহারা "ট্রেজুলি, কি ট্রেজুরি" এই কথা লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংবাদ পত্রের গ্রাহক, কখন কখন পাঠকও বটেন। মহাশয়! সত্য কথা, এখানকার কোন কোন প্রসিদ্ধ লোক অদ্যাপিও সংবাদ পত্র লইয়া অতি আগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপরকার মোড়ক হইতে আপনার ছাপান নামটী কাটিয়া লইয়া যত্নসহকারে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেন; সংবাদ পত্রের কপালে যাহাই হউক না কেন। এখানকার কেহ২ অনারারি মাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই কেবল ডেপুটী বাবুর ধামা ধরা। যাঁহারা তেজস্বী তাঁহারা [illegible] সকলেই পদত্যাগ করিয়াছেন।

এখানে দুইটী থিয়েটার কোম্পানির সৃষ্টি হইয়াছে এবং উভয়েই রামবনবাস," "ভরতবিলাপ," "ভ্যালামোর বাপরে," "সধবার কাদশী" "সতীনাটক," অভিনয় করিয়াছেন। যাঁহারা কোন কালে [illegible]ংরাজি জানেন না তাঁহারাও, এমন কি আশী বৎসরের বৃদ্ধও [illegible]াউডার," "একসেলেণ্ট" "লাউডার" "ব্যাকসিন্," "ড্রপসিন্," উইংস" ইত্যাদি প্রলাপ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। সকলেই উল্লিখিত [illegible] কোন প্রকারেরই হউক উন্নতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। [illegible] ব্যতীত গ্রামে একটী বি, এ, বি, এল, ও একটী এম্, এ, বি, [illegible]ল্, উপাধিধারী যুবক আছেন, তাঁহারা প্রায় ১২ মাসই বিদেশে থাকেন।

উল্লিখিত পরিবর্ত্তন দ্বারা গ্রামটীর ভাল কি মন্দ হইয়াছে এ বিবেচনা নিজে না করিয়া পাঠকদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিলাম।

নিতান্ত বশম্বদ,
শ্রীঅঃ—
দাইহাট।

—০:০—

মোরেলগঞ্জের দুরবস্থা।

যশোহর জেলার বাগের হাট মহকুমার পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে মোরেলগঞ্জ নামে যে বিখ্যাত স্থান আছে উহা পূর্ব্বে সুন্দর বনাবৃত মহারণ্য ছিল। ব্যাঘ্র হস্তি প্রভৃতি বৃহৎ২ বন্য পশুর প্রাদুর্ভাবে ঐ স্থান লোকের গমনাগমনের নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিল। এমন কি, তন্নিকটস্থ নদীতে নৌকারোহীগণ স্থানান্তর গমন সময়ে কুম্ভীরাদি জলজন্তু এবং তীরস্থ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইয়া বিনষ্ট হইত। প্রায় ৩০ বৎসর হইল রবার্ট মোরেল সাহেব ঐ অরণ্য ভূমি গবর্ণমেণ্ট হইতে বন্দবস্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত ভূমি আবাদ করিলে উহা মোরেলগঞ্জ নামে খ্যাত হইয়াছে।

মোরেল সাহেব তাঁহার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার সাহায্যে অসাধারণ পরিশ্রম ও বিস্তর অর্থ ব্যয়ে অনেকানেক হিংস্রক জন্তুর জীবন সংহারে উক্ত ভূমি আবাদ করিয়া এই ক্ষণে লোকারণ্য নগর করিয়াছেন। সেখানে বাজার, রুরাল সবরেজিষ্ট্রাট আফিস, পোষ্টাফিস, পুলিস ষ্টেশন, বিদ্যালয়, ঔষধালয় স্থাপন এবং ইষ্টকালয় রাস্তা পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া উক্ত স্থানের যে কি পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা লেখা অসাধ্য।

সাহেব মহোদয়গণ কেবল যে ঐ স্থানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন এমন নয়। তাহারা কলিকাতা মহানগরী হইতে উক্ত মোরেলগঞ্জ মোকামে জাহাজ আনয়ন পূর্ব্বক চাউলের রপ্তানি ও লবন ইত্যাদি জিনিসের আমদানি, তক্তার কল, চাউল প্রস্তুত করিবার কল আনাইয়া আমাদের এদেশের ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপকার দর্শাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গরিব উপায়বিহীন লোকদিগকে অর্থদানে বিস্তর উপকার করিতেন। দেশের উন্নতি সাধনে তাহাদের এত যত্ন ছিল যে তাঁহারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও প্রজা ও সাধারণ লোকরঞ্জনানুরোধে দেব দেবী পূজা অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদ করিতেন। তদুপলক্ষে অনেকানেক ইতর লোকদিগকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পরিতোষ করিতেন। অধুনাতন কলিকাতা নগরে এবং মফঃস্বলে যে সকল শুভ্রকায় রাজপুরুষদিগকে দেখা যায়, তাহাদের স্বভাব যেরূপ ঈর্ষা ও অহঙ্কারে জড়িত ইহাদের স্বভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষতঃ এদেশস্থ বাঙ্গালিরা ইহাদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয় পাত্র।

যে স্থানের প্রতি লোকের প্রাণ ভয়ে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে শঙ্কা জন্মিত, আজ কিনা দূরদেশবাসী সুসভ্যগণের যত্নে ঐ স্থানে লোকে বাস করিতেছে। এই জনাকীর্ণ নগর যদি আবার বিজন কাননে পরিণত হইয়া যায় ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি?

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ প্রকার উন্নতিশালী লোকের প্রচুর সম্পত্তি ঋণের দায়ে সমুদয়ই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এমন কি গত মে মাসে যশোহরের সব জজ আদালত কর্ত্তৃক ঐ সম্পত্তি অনুপযুক্ত মূল্যে নিলাম হইয়াছিল কিন্তু ন্যায়বান আদালতের বিচারে ঐ নিলাম অন্যাথা হইয়াছে। পুনরায় ডিক্রীদারগণ নিলাম করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত সাহেবগণের সম্পত্তি এখন যে দেনার জন্য লয় পথে পদার্পণ করিয়াছে যদি স্থানীয় ও সাধারণ লোকের হিতার্থে ঐ ব্যক্তিরা অপরিমিত অর্থ ব্যয় না করিয়া অন্যান্য সাহেবদিগের ন্যায় স্বার্থপর হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় ইহাদের সম্পত্তি এরূপ সামান্য দায়ে নষ্ট হইত না।

আমরা ভরসা করি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশ হিতৈষী সভ্য মহোদয়গণের প্রতি কৃপা বিতরণের নূতন দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধানমত মহাজনদিগের সহিত কিস্তিবন্দী করিয়া দেনা পরিশোধের বিধি বদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে বোধ হয় ঐ সম্পত্তি পুনরুদ্দিপ্ত হইতে পারে এবং তাহা না হইলে ঐ স্থানের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব।

৫ই পৌষ, ১২৮৪। } একান্ত বশম্বদ
শ্রীক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী, মসনি কচুয়া
পোষ্ট, বাগের হাট।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

জনৈক কটক প্রত্যাগত পথিক—লিখিয়াছেন যে ময়মনসিংহ জেলাস্থ আঠারো বাড়ী গ্রামনিবাসী ভূম্যধিকারী মৃত মহাত্মা শম্ভূনাথ রায় চৌধুরীর পত্নী ও প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরির মাতা শ্রীযুক্তা হর সুন্দরী চৌধুরাণী সম্প্রতি পুরিতে বিস্তর দান ধ্যান করিয়াছেন। এমন কি সহস্র২ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মর্ষি, রামাহত, দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত্ত যাত্রীগণকে তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কাংশক নির্ম্মিত তৈজসাধার, উর্ণা, পট্ট, কার্পাস শস্তুত বস্ত্র, নানা বর্ণ সমাযুক্ত সাল বনাত পটু প্রভৃতি ও নানাবিধ অলঙ্কার বিতরণ করিয়া প্রভুত ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন যে, ময়মনসিংহে যদিও ইহার তুল্য ও ইহা অপেক্ষা অধিক সম্পত্তিশালী জমিদার আছেন, কিন্তু পুরী তীর্থে গমন করিয়া ইনি যেরূপ অর্থের সদ্ব্যয় করিয়াছেন এরূপ কেহই করেন নাই। পত্র প্রেরক আরো বলেন যে, উক্ত চৌধুরাণী মহাশয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি কিঞ্চিৎ মলিন দেখিয়া কষ্টে অধীর হন এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা আপন ব্যয়ে যথা সম্ভব সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅভায়পদ ভট্টাচার্য্য—লিখিয়াছেন যে ডিহিমদনমল্ল নামক গ্রামে সাধারণ পাঠের সুবিধার নিমিত্ত একটি সাধারণ পাঠালয় স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীকালিকুমার শর্ম্মণঃ—বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আপনার পত্র প্রকাশ করিতে পারি না।

শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়—লিখিয়াছেন যে সামাজিক বিষয়ের উন্নতিসাধন নিমিত্ত বগুড়াতে "বগুড়া ভারত শুভ সাধিনী সভা" নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী, শ্রীহট্ট—মকর্দ্দমার কাগজ পত্র পাঠাইয়া দিলে আপনার লিখিত বিষয় প্রকাশ করা যাইতে পারে কি না বিবেচনা করিতে পারি।

শ্রীঃ—আপনার গত ৬ই ডিসেম্বর ৭ পাতা দ্বিতীয় স্তম্ভে এগার লাইনে "সুবিধা নাই" শব্দের পরিবর্ত্তে "সুবিধাই" পড়িতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টিমার ক্যাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেনা মূল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।
আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১।০
ঐ	ভৈষজ্যতত্ত্ব, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।০
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	ওলাউঠার বাক্স ২০ শিশি	১০
ঐ	ঐ ঐ ১০ শিশি	

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।
৩৪, কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট।

কুঠি লোকনাথপুর কানসারণের সামিল যে সকল জমিদারি আছে, তন্মধ্যে দশ শালা বন্দোবস্তের তালুক পত্তনি বন্দোবস্ত হইবেক। পত্তনি দর পত্তনি মৌরশী জোত জমা সকল খোষ কওয়ালায় বিক্রয় করা যাইবে। ঐ সমস্ত জমিদারির অধিকাংশ জেলা নদিয়া ও কিয়দংশ জেলা যশোহরের অন্তর্গত, ও ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী। যাহারা লইতে ইচ্ছা করেন, কুঠি লোকনাথপুর কাছারি অনুসন্ধান করিলে সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। উক্ত কুঠি লোকনাথপুর রেলওয়ে ষ্টেশন রামনগর ও জয়রামপুরের অতি নিকট ইতি ১৮৭৭ সাল ৩ রা ডিসেম্বর।

Geo. A. Glascott.

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ মহৌষধ।

অনূন পাঁচ বৎসর বিশেষ পরীক্ষিত মহৌষধ সকল পশ্চাল্লিখিত ঠিকানায় অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

দৈনিক এবং পালা জ্বর একবার সেবনে আরোগ্য হইবে	১।০
প্লীহা জ্বর যত দিনের হউক এক সপ্তাহের ঔষধ	২।০
ধবল এক সপ্তাহের ঔষধ	২।০
পিষ্টাঘাত, আড়মুগরা, উষ্ঠাবণ, উরস্তম্ভ, ভাগন্দ্র, বাঘ, গর্ম্মির ঘা ও সকল প্রকার নালি ঘা এক সপ্তাহের	২।০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস ঘোষ। কলিকাতা, সোভা বাজার
৮ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটী।

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।
১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিলাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।
১২ শিশি ৫ টাকা। ২৪ শিশি ১০ টাকা।

ক্যাম্ফার ১ টাকা।

পকেট কেস	শিশি	১২	২৪	৩০	৩৬	৬০
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক		৭	১২	১৫	"	২৮
১ ড্রাম শিশি		৯	১৬	"	"	
২ ড্রাম শিশি		১২	২০	"	৩০	

বিনা পুস্তক।

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,
হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	।০
রায় দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত জামাই ষষ্ঠী	৵১০
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও পোড়া মহেশ্বর	॥০

এই পুস্তক গুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

চক্রদত্ত।

এইক্ষণ হইতে চক্রদত্ত আমি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ আমার নিকট হইতে ইহার জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ জানিতে পারিবেন।

চিকিৎসক কুল ভূষণ শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ সেন কবিরাজ মহোদয়ের ছাত্র শ্রীহৃদয় নাথ রায় কবিরাজ শিবহাটী বসিরহাট পোষ্ট
২৪ পং

শরত সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।
মূল্য ১৵ ডাকমাসুল ৵।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব"
———বান্ধব।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূলা ওবঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টাকা ডাকমাশুল।০ আনা

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সংকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপাল নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ, শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয়সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনদ লাল সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

স্পিসিয়াল ক্লাস গুডস্ রেটস অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণী মালের ভাড়া।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৭৭৮ সালের ১লা জানুয়ারি ও তৎপর হইতে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, যাহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিতে না পারিবেন তাহারা কম্পানির মালের ভাড়া সংক্রান্ত ২৮ হইতে ৩২ ধারা অনুসারে থলিয়া দ্বারা মাল প্রেরণ করা সম্বন্ধে যে বিশেষ মালেরভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই ভাড়ায় মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন না, যথাঃ—

১।—কোন থলিয়ায় দুই মোন পাঁচ সের ওজনের বেশী মাল থাকিতে পারিবে না।

২। কোন থলিয়ার সেলাই ক্রসের মত অর্থাৎ উল্‌টা উল্‌টি না হয়।

৩। প্রত্যেক মালের থলিয়ার গায়ে কাল অক্ষরে ইংরেজী ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যে উহা কোন্ ষ্টেশনে পৌছিয়া দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির নিকট মাল পৌছিয়া দিতে হইবে অন্ততঃ তাহার নামের আদি অক্ষর গুলি লিখিতে হইবে, অথবা এরূপ কোন দাগ ও রাসনিক চিহ্ন থাকিবে যাহা স্পষ্ট নির্ণয় করা যাইতে পারে। উপরের লিখিত য কোন উপায়ই অবলম্বন করা হউক না কেন, মাল প্রেরক যে চিঠি পাঠাইবেন তাহাতে উল্লিখিত দাগ বা চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যাহারা বিশেষ শ্রেণী মালের থলিয়া প্রেরণ করিবেন তাহাদিগের নিকট হইতে উহার পর যে উচ্চতর মাল পাঠাইবার ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে তাহার গ্রহণ করা হইবে।

এই সকল প্রেরিত মালের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহার ভাড়াও উপরিউক্ত নিয়মে প্রথম শ্রেণীর হারে গৃহীত না হইয়া উহার পর যে উচ্চতর হার নির্দ্ধারিত আছে সেই হারে গৃহীত হইবে।

কলিকাতা
৩০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ } ব্রাডফোর্ড লেসলী
এজেন্ট
Bradford Leslie
Agent.

ডি—শে

পত্তনি দিবার বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যতর কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, আশ্বিন
১২৮৪ সাল। } শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী
শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী
শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

নুতন পুস্তক!!!

বৃত্র সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল ৵০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য

DR. H. GANGOOLY'S.

SPECIFIC PILLS.

(Infalliable cures)

Goncrrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.

with postage Rs. 2 Ans' 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের
এবং
পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মূল্য ৩৸০ এবং ৬৸০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যদির তৈল	ঐ	ঐ	৩।০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মুল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি)
কলিকাতা।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত!

টক্‌সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসুত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ডাল বাঁধা	২॥০
খালি কাপড় যোড়া কাগজ	১॥০
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়।

উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পুরণ করিবে। প্রতি আফিশে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জিবন রক্ষক ১ম ভাগ মুল্য ।৷০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।